বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন

— সাতকোটি মানুষের কথা মুজিবর বলেছেন

** সর্বশেষ শহর সংস্করণ ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক ESTD. 1878 REGD. NO. C 1080

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

India's Largest Selling Daily

শনিবার, ১৩ চৈত্র ১৩৭৭ (৬ চৈত্র ১৮৯৩ শক) Saturday, March 27, 1971

৫০ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

মুজিব কি কাগমারিতে?

মুজিব কোথায়? খবর নেই। কিন্তু আমাদের পাক রাজনীতির ভাষ্যকারের কাছে খবর আছে। হয়ত তিনি ইতিমধ্যে ময়মনসিংহে কাগমারিতে মৌলানা ভাসানির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। এবং অতঃপর সম্ভবত তিনি নিরাপত্তার প্রয়োজনে আসাম সীমান্তের দিকে পূর্ব নির্ধারিত কোন স্থানে চলে যাবেন। মুজিবের অন্যান্য সহকর্মীও আত্মগোপন করে আছেন। মিলিটারি তাঁদের খুঁজছে।

পূর্ববঙ্গে জঙ্গী দাপট

ঢাকা চট্টগ্রামের রাস্তায় লড়াই

'বাংলাদেশ' সার্বভৌম ও স্বাধান। মুজিব বলেছেন। সাড়ে সাত কোটি মানুষের কথা বলেছেন। বলেছেন, যখন পূর্ববঙ্গে সম্পূর্ণাঙ্গ জঙ্গীদাপট, সারা দেশে মধ্যাহ্নে সান্ধ্য আইনের অন্ধকার, ঢাকা চট্টগ্রামের পথে পথে প্রচণ্ড লড়াই। একদিকে ফৌজ, অন্যদিকে জনগণ, পাশে আঞ্চলিক রাইফেলস ও পুলিশ। পাকিস্তান নামে রাষ্ট্রটি আজ না রাষ্ট্র হিসাবে এক, না জাতি হিসাবে।

শুক্রবার রাত। তখন আটটা বেজে পনেরো মিনিট। আমাদের অফিসে টেলিপ্রিনটার মারফৎ প্রথম খবর এল।—'মুজিবর রহমন ডিক্লেয়ার্স বাংলাদেশ ইনডিপেনডেনট।' তারপর কেবল খবরের বান। প্রায় সেই সময়ই অবশ্য পশ্চিম প্রান্ত থেকে ইয়াহিয়া শাসানি দিয়েছিলেন এক বেতার ভাষণে, বলেছিলেন আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হল। কিন্তু ওদিকে পূর্ব প্রান্তে জন্ম নিয়েছে নতুন রাষ্ট্র যার নাম বাংলাদেশ, যেখানে ঘরে ঘরে উড়ছে নতুন নিশান।

এখন রাত একটা। এইমাত্র খবর এসেছে বাংলা দেশের বিপ্লবী জনতা ফৌজী চলাচল বন্ধ করতে উড়িয়ে দিচ্ছে পুল, ভেঙে দিচ্ছে রেললাইন। ঢাকা বেতার কেন্দ্র মিলিটারির দখলে গিয়েছে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে, কিন্তু স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করেছে যে, তাঁরা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুরের বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। দখল করেছে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র। আর মুজিবর বলেছেন, "আমরা কুকুর বেড়ালের মত মরব না, বাংলা মায়ের যোগ্য সন্তান হিসাবে শত্রুর মোকাবিলা করব। আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙালী স্বাধীন।"

এদিকে লড়াই চলছে সর্বত্র। চলছে ঢাকায়, সিলেটে, কুমিল্লায়, চট্টগ্রামে, গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে। সারাদিন সারারাত ধরে চলছে গৃহযুদ্ধ। দুপক্ষেই হতাহত অনেক।

মুজিবর তাঁর গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে বলেছেন, শত্রুর শেষ না দেখা পর্যন্ত লড়াই চলবে, জঙ্গীশাসন উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যেতে হবে। জয় বাংলা দেশেরই। **শুধু তাই নয়, আজ শনিবার সারা বাংলা দেশে হরতাল পালন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।** এবং স্বাধীন বেতার কেন্দ্র **জানিয়ে দিয়েছে যে, টিক্কা খানের কোন ফতোয়াই বাংলা দেশ মানবে না,** মানবে না, মানবে না।

এগার দিন ধরে ঢাকা সাংবিধানিক সংকট নিরসনের আলোচনা চালিয়ে মুজিবের চার দফা দাবি নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেবার পর গতকাল মধ্যরাত্রে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ চুপিসারে সরে পড়েন। পালিয়েছেন ভুট্টোও। তাঁরই নির্দেশে 'বাংলা দেশে' সামরিক কর্তৃত্ব পুনরায় কার্যকরভাবে জারির উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেনানট জেনারেল টিক্কা খাঁ ১৬ দফার এক নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশে

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

'আমি মুজিব বলছি'

শুক্রবার সকাল ৯টা ৮ মিনিট। পাঁচ হাজার কিলোসাইকেলসে অপরিচিত স্থান থেকে হঠাৎ শোনা গেল একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর—'আমি মুজিবর রহমান বলছি।' কলকাতার একটি ওয়ারলেসে ধরা পড়ল সেই কণ্ঠ, শোনা গেল বিশ্বের জনগণের কাছে শেখ মুজিবরের বিশেষ বার্তা :

বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে পাক-সশস্ত্রবাহিনী ঢাকায় পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। বহু নিরস্ত্র লোক নিহত। ঢাকা শহরে এবং ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের সঙ্গে পাক-সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণ শত্রুর সঙ্গে বীরের মত লড়াই করছে।

'বাংলা দেশ'-এর কোনায় কোনায় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আল্লাহ্ আপনাদের দোয়া দিন, শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। জয় বাংলা।

হে বিশ্ববাসী, তোমরা শোন —

শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ এই আধঘণ্টা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ঘোষক বললেন—

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান শুনছেন।

স্বাধীন বাংলার ভাই-বোনেরা "আস্‌লাম আলেকুম।" মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। সারা বাংলা দেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাংলার ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে না পেরে ওরা এখনও শোষণ অব্যাহত রাখতে চায়। ওরা তাই সকল ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিকভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর।

সমগ্র বাংলা দেশসহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্য প্রয়োগ পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নজীর নেই।

আজ সারা দেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ তাদের উপরে আঘাত হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।...ক্যানটনমেন্ট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার চক্রদের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় শত্রুবাহিনী শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপটার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তারা তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই পি আর ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আজ মুক্তি পাগল কৃষক, শ্রমিক-ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাই—শত্রু সেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিন। শত্রুসেনা শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুঁড়া, সোডা ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিন। হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, দলে দলে শহর অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যানটনমেনট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তি সেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মুক্তি সেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য চালিয়ে আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন।

বন্ধুগণ, আজকে সারা দেশের মানুষ উৎকণ্ঠায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরপরাধ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের উপর ওরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, দেখামাত্র গুলি করছে: হাজার হাজার মানুষ আজকে মৃত্যুবরণ করছে। এর নজীর বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিদেশে দূত প্রেরণ

শিলং, ২৬ মারচ—বিদেশী শক্তিগুলির সাহায্য নেওয়ার জন্য 'বাংলা দেশে'র একজন 'দূত'কে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে। আজ রাত্রে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে ওই খবর প্রচার করা হয়।

বেতার ঘোষণায় ওই দূতের নাম, বিদেশী শক্তিগুলির নাম এবং ওই প্রতিনিধি কিভাবে দেশের বাইরে গেছেন—তার কোন উল্লেখ না করেই বেতারকেন্দ্র থেকে সবাইকে বাংলা দেশকে সাহায্য করার আবেদন জানানো হয়।

বেতার ঘোষণায় ওই দূতকে শেখ মুজিবর রহমানের 'সংযোগরক্ষাকারী অফিসার' বলে অভিহিত করা হয়। তবে, ওই দূতকে কোথায় পাঠানো হয়েছে, তার কোন উল্লেখ করা হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড়ের জন্য পূর্ব বাংলার সব গ্রামবাসীদের কাছে বেতারকেন্দ্র থেকে আবেদন জানানো হয়।

—ইউ এন আই

ইয়াহিয়ার মতে মুজিব নাকি রাষ্ট্রদ্রোহী

নয়াদিল্লী, ২৬ মারচ—আজ রাত্রে জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, শেখ মুজিব রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেছেন। শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর অনুগামীরা 'পাকিস্তানের শত্রু'। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চান। এই অপরাধের জন্য তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।'

প্রেসিডেনট ইয়া খাঁ আরও বলেন : দেশের সর্বত্র সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হোল। রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের উপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হোল। সংবাদপত্রের উপর সেনসারশিপ বলবৎ করা হোল।

প্রেসিডেনট ইয়া বলেন, পরিস্থিতি অনুকূল হওয়া মাত্র তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কার্যকরীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য নতুন করে ব্যবস্থা নেবেন। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছে

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত পুলিশ ব্যারাকে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ "বাংলা দেশের" বিভিন্ন এলাকায় বৃহস্পতিবার বেশী রাত্রি থেকেই পুলিশ ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে সৈন্যদের লড়াই চলছে। কতকগুলি এলাকায় এই লড়াইয়ে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষ এবং নব গঠিত বেঙ্গলী রেজিমেনটের সৈনিকরাও যোগ দিয়েছেন। যোগ দিয়েছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তান রেজিমেনটের বাঙ্গালী সেনারাও।

এই লড়াইয়ে কত লোক মারা গিয়েছেন, এখনও তা কেউ সঠিক জানেন না। তবে, এপারে নানা সূত্রে **যে সব খবর পৌঁছেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত উভয়পক্ষে অন্তত এক হাজার লোক নিহত।**

পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনও খবর বাইরে যেতে পারছে না। একমাত্র সূত্র সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত ঢাকা রেডিও এবং নতুন "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র"। এমন কি কূটনৈতিক দূতাবাসগুলিকেও বেতারে কোনও খবর পাঠাতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে, এখন পূর্ব পাকিস্তানের যা কিছু খবর তা পাওয়া যাচ্ছে ভারত সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে।

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন

স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ ও আফ্রো-এশীয় দেশগুলির কাছে বাংলা দেশ শুক্রবার রাত্রে এক আবেদন জানিয়েছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গভীর রাত্রে এক বেতার প্রচারে বলা হয়েছে, বাংলা দেশে এখন যে মুক্তিসংগ্রাম চলেছে তা আফ্রো এশীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির আন্দোলনেরই অংশ। —ইউ এন আই

রাজধানী একসপ্রেস উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা

ধানবাদ, ২৬ মারচ—আজ এখানে গভীর রাতে পাওয়া এক সরকারী খবরে জানা যায় যে, কলকাতা-দিল্লি আপ রাজধানী একসপ্রেস যখন প্রধান খন্তা এবং ধানবাদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে ডিনামাইটের সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ইনজিনের কাঁচের শার্সি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং ড্রাইভার আহত হন।

ধানবাদে রেল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন—৬৮ ফুট লম্বা একটি তার ডিনামাইটের সঙ্গে জড়িয়ে লাইনের উপর পড়ে রয়েছে।

পুলিশ তল্লাসী চালিয়ে ২ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। —পি টি আই

এই বাংলায়

কোয়ালিশন : রবিবার রাজ্যপালকে চিঠি

স্টাফ রিপোরটার

অজয়বাবুর বাড়িতে শুক্রবার এক যৌথ বৈঠকে সাড়ে তিন ঘণ্টার মত আলোচনার পর গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গড়া হয়। এতে সাতটি দল থাকছে। সেই দলগুলি হল—নব কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেস মুসলিম লীগ, গোরখা লীগ, পি এস পি (সরকারী), পি এস পি (গণতান্ত্রিক সংহতি) এবং এস এস পি (বিদ্রোহী)। শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি কোয়ালিশনের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন এবং নব কংগ্রেসের শ্রীআবদুস সাত্তার আহবায়ক। এই রাজ্যে এই কোয়ালিশন সরকার গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সি পি আই, ফরওয়ারড ব্লক এবং আদি কংগ্রেস এই সরকারকে সমর্থন করবে।

সরকার গড়ার ব্যাপারে তাঁরা রবিবার রাজ্যপালকে চিঠি দিতে পারবেন বলে অজয়বাবু আশা করছেন। আর দোসরা এপ্রিল নতুন মন্ত্রিসভা যাতে শপথ নিতে পারে, সেই চেষ্টা করা হবে।

অজয়বাবুর বাড়িতে ওই বৈঠকে কোয়ালিশনে অন্তর্ভুক্ত সাতটি দল ছাড়াও সি পি আই ও ফরওয়ারড ব্লকের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আদি কংগ্রেসের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। কোয়ালিশনের তরফে অজয়বাবু এবং শ্রীবিজয় সিংহ নাহার বলেন, তাড়াতাড়িতে আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে খবর দিয়ে উঠতে পারেননি বলে তাঁরা দুঃখিত। পরে এ সম্পর্কে প্রফুল্লবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,—আমাদের বৈঠকে যাওয়া ও না-যাওয়ার মধ্যে কোন তফাত নেই। নব কংগ্রেসের উদ্যোগে কোন সরকার গড়া হলে তাকে সমর্থন করবো, এ কথা আগেই রাজ্যপালকে জানিয়ে দিয়েছি। আমরা মন্ত্রিসভায় যাব না।

ঝাড়খণ্ড দলেরও কেউ এই বৈঠকে উপস্থিত হননি। এ সম্পর্কে বিজয়বাবু বলেন, ওই দলের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। অজয়বাবু বলেন, আমার সঙ্গে ঝাড়খণ্ড দলের নেতাদের আলোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু এদিন রাত্রি পর্যন্ত তাঁদের

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

চন্দন সৌরভে সুরভিত হয়ে থাকুন

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ ও ট্যাল্‌ক—দুয়ে মিলে আপনাকে সারাদিন চন্দন সৌরভে ভরপুর রাখবে।

মলয় স্যাণ্ডাল সোপ দিয়ে স্নানে আনন্দ—স্নিগ্ধশীতল ফেনায় গা জুড়োবে—ত্বক হয়ে উঠবে কমনীয় কান্তিময়। আর স্নান সেরে মলয় স্যাণ্ডাল ট্যাল্‌ক গায়ে ছড়িয়ে দিলে দেহ-মন সতেজ হয়ে উঠবে। এই চন্দন-সুরভিত সাবান ও পাউডার দুয়ে মিলে আপনাকে দিনভর ঝরঝরে রাখবে—প্রখর গ্রীষ্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তও ঘিরে থাকবে চন্দন সৌরভে।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

MLT 5671A

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামশেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. – ANANDABAZAR, Cal.
Phone: 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার :—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫১.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

ত্রিপুরা স্টেট সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইসরি বোর্ড

আগরতলা

আগরতলাস্থিত ত্রিপুরা স্টেট সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের জন্য [illegible]

হারানো-প্রাপ্ত-নিরুদ্দেশ

হাজার টাকা পুরস্কার

প্রদীপকুমার দত্ত (ওরফে বাবলু) গত ১৭ই মার্চ, ৩রা চৈত্র সন্ধ্যাবেলার বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। পরনে চেক ফুলহাতা হাওয়াই সার্ট, এবং ছোট চেকের ফুলপ্যাণ্ট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ছেলেটি ধর্মপ্রবণ এবং স্বল্পভাষী। কোন ব্যক্তি ছেলেটির সন্ধান দিলে হাজার টাকা পুরস্কার দিব। শ্রীনির্মলকুমার দত্ত পোঃ খাতড়া (২৩), জেলা বাঁকুড়া। (সি ৭৭৪)

ব্যক্তিগত

ম্যাক্সমুলার ভবনের নিবেদন: ক্রীড়া বিষয়ক চলচ্চিত্রের একটি সন্ধ্যা (ইংরেজি ভাষায়) ১। রোইং, ২। ফুটবল। এম এম বি, ৮, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিঃ-১৯ ঠিকানায় আজ সন্ধ্যা ৭-৩০টায়। (৪৪৩৫ ও)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিষ্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যাণ্ড ব্রাদার, ৩৪নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। (২৪৫৫ এ)

ঔষধ ও চিকিৎসক

মাথায় টাক পড়া ও পাকা চুল

আরোগ্য করিতে হইলে ডাঃ ডিগোর সহিত সাক্ষাৎ করুন। ৩বি, জনক রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯, ফোন: ৪৬-৮৪৬৪। (বি ও ৪৩৬০)

যৌন ব্যাধি কি?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন: ৩৪-৩৯৪০। (২৫১৫ এ)

স্মৃতির উদ্দেশে

[illegible]

উমারাণী চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশে

[illegible]

শিক্ষক-শিক্ষিকা

[illegible]

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

[illegible]

বাড়ী-ঘর-ফ্ল্যাট ভাড়া

[illegible]

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

[illegible]

জেঠু, আমাদের ভুলতে পারলে? রোজ তোমার অপেক্ষা করি। শীঘ্র এস। "ভু"। (সি ৭৭৫)

তপু, যেখানে থাক চলে এসো। তোমার মা শয্যাশায়ী। ভয় নাই। মামা। (সি ৭৯২)

টাইপরাইটার

[illegible]

লটারী

[illegible]

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

হেরম্বচন্দ্র কলেজ

পার্ট—২ ক্যাজুয়াল ছাত্রগণকে (আর্টস ও কমার্স) তাঁহাদের ইউনিভার্সিটি ফি ৩রা এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে জমা দিতে হইবে। (৪৪৯৬)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ভূগোল ও পলিটিক্যাল সায়েন্সে প্রথম বার্ষিক পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস ১ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ হইতে শুরু হইবে।

এন এন চ্যাটার্জি
রেজিস্ট্রার
(৪৪৩২)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

এম. এ (ইংলিশ) প্রিলিমিনারি রেজাল্টস

[illegible]

আদর্শ মোটর ট্রেনিং স্কুল

[illegible]

টেণ্ডার

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের জন্য প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে ১নং গ্রেড সরিষার তৈলের (আগ মার্ক) নমুনা এবং ডালের (যথা মুগ, মসুর ও ছোলা) নমুনা এবং প্রতিটির জন্য বায়না বাবদ ৫০০, টাকা সহ সীলকরা দরপত্র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস, ২৪ পরগণা: পুলিস রেশন স্টোর, ২৪ পরগণা: আলিপুর বরাবরে ৫ই এপ্রিল, '৭১ তারিখ বেলা ৪টার মধ্যে আহ্বান করা যাইতেছে। ২৪ পরগণার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিসের অনুকূলে আর [illegible]

হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড

দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট

[illegible]

কলিকাতা কর্পোরেশন

[illegible]

অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ ও ডেলিভারি ... ২৫,০০০, ২৫০, ১০ ২৬-৪-৭১

সেক্রেটারি
কলিকাতা করপোরেশন
২৫-৩-৭১
(৪৪৯২/১)

টেণ্ডার

নিম্নলিখিতগুলি সরবরাহ ও গাদা করার জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যালকাটা ড্রেনেজ আউটফল ডিভিঃ পি-১২, সি আই টি স্কীম নং ৫৫ (৩য় তল), কলিঃ-১৪ কর্তৃক প্রকৃত যোগানদার/ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। কাজের নাম—ক্যালকাটা ড্রেনেজ আউটফল সিস্টেমের কাজে ব্যবহারের জন্য ল্যাটেরাইট বোল্ডার অগ্রিম গাদা করা। দফার বিবরণ — বানতলা কলোনি কম্পাউণ্ড ইয়ার্ডে প্রতিটি অন্যূন ৯০ [illegible]

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

[illegible]

ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার

[illegible]

লিগ্যাল নোটিস

১৯৭০ সালের কোম্পানি দরখাস্ত নং ৩৩১

কলিকাতা হাইকোর্ট

আদিম অধিক্ষেত্র

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে

— এবং —

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৪৩৩, ৪৩৪ ও ৪৩৯ ধারা অনুসারে

— এবং —

বেঙ্গল ফাইন স্পিনিং অ্যাণ্ড [illegible]

নোটিস

[illegible]

নোটিস

দক্ষিণ দমদম পৌরসভা

বিজ্ঞপ্তি

করদাতাগণ বিল পাওয়ার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অথবা কোয়ার্টারের শেষ দিনের মধ্যে (যাহা পূর্বে হইবে) মিউনিসিপ্যাল অফিসে ট্যাক্স আদায় দিয়া ৩½% রিবেটের সুযোগ লউন।

(১) পৌরকর্তৃপক্ষের আয়ত্তবহির্ভূত পরিস্থিতি বা ডাকের বিশেষ হেতু বিল বা নোটিসের বিলম্বে প্রাপ্তি অগ্রাহ্য [illegible]

কলিকাতা কর্পোরেশন

[illegible]

কলিকাতা কর্পোরেশন নোটিস

[illegible]

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

শিক্ষা সমস্যা নিয়ে ভবিষ্যতে আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে

—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

বর্তমানে এ রাজ্যে শিক্ষক্ষেত্রে যে অবস্থা চলছে তা অবসানের জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অদূর ভবিষ্যতে উপাচার্য, শিক্ষক, ছাত্র ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করবেন।

শুক্রবার দিল্লি থেকে কলকাতায় পৌঁছে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় রাজ্যের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কে ওই কথা বলেন।

তিনি বলেন: শিক্ষক ও ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বর্তমানে শিক্ষাজগতের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো ও ছাত্রদের হতাশা দূর করা সম্ভব নয়।

গ্রেস মারকের দাবিতে দরবার

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার দুপুরে একদল ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা ভবনে এসে হাজির হন। বি এ, বি এস-সি পারট ওয়ান ও টু-র ছাত্র-ছাত্রীদের ওই দলের পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি কনট্রোলার শ্রীদেবপ্রসাদ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করেন। ছাত্রদের দাবি: বি এ, বি এস-সি পারট ওয়ান ও টু-র এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের প্রত্যেক বিষয়ে ১৫ নম্বর গ্রেস মারক দিয়ে ফল পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

এদিন সিনডিকেটের সভায় অবশ্য সরকারীভাবে ওই বিষয়ে কিছু তোলা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অভিমত, বিষয়টি রিভিউ কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। ছাত্রদের বিভিন্ন স্মারকলিপিও তাঁদের কাছে দেওয়া হচ্ছে। কমিটি যা হয় সিদ্ধান্ত নেবেন।

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিতের প্রধান শ্রী এ সি চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, অনিবার্য কারণবশত বিশুদ্ধ গণিতের পারট ওয়ান পরীক্ষা (১৯৭০) বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে।

আগামী ৩০ মারচ থেকে ওই বিষয়ের প্রথম বার্ষিক ছাত্রদের ক্লাসে যোগ দেবার জন্য ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

রেলওয়ে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

১-৬-১৯৭১ তারিখ হইতে এক নাগাড়ে এক বৎসর/দুই বৎসর/তিন বৎসরের জন্য খড়্গপুর ওয়ার্কশপে (লোকো, ক্যারেজ ও ওয়াগন শপসমূহে) মেটিরিয়েল হ্যাণ্ডলিং-এর ঠিকার জন্য সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং পিআর/১০৪/এমএইচসি) আহ্বান করা যাইতেছে।

১০-৪-৭১ হইতে ২৬-৪-৭১ তারিখের মধ্যে অফিস চলার কালে যে কোনো কাজের দিনে প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে নিম্নবর্ণিতের অফিসে বিবরণীসহ টেণ্ডার ফরম [illegible]

বিদেশ যাত্রা

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা

[illegible]

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

সেনট্রাল ডেয়ারিতে এক লক্ষ লিটার দুধ নষ্ট

'ধর্মঘটে' সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

স্টাফ রিপোরটার

'কর্মী ধর্মঘট কর্বালত' বেলগাছিয়া সেনট্রাল ডেয়ারির মধ্যে গত বৃহস্পতিবার এক লক্ষ লিটারের মত দুধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অপর দিকে মহানগরীতে দুধের আড়াই লক্ষ কারডহোলডার বৃহস্পতি-শুক্র দুদিন দুধ পাননি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে সরকারী দুধ সরবরাহ স্বাভাবিকভাবে চালু হতে অন্তত আরও তিন-চারদিন সময় লাগতে পারে বলে রাজ্য সরকারের ধারণা।

রাজ্যপালের উপদেষ্টা শ্রী এ এন কিদোয়াই দুগ্ধ দফতরের অফিসারদের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার পর সাংবাদিকদের কাছে ওই কথা জানান। ডেয়ারি পরিদর্শন এবং কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর অফিসারগণ শ্রীকিদোয়াইকে জানান যে, সেনট্রাল ডেয়ারির কর্মীরা নিরাপত্তাবোধের অভাবে আতঙ্কগ্রস্ত। অধিকাংশ কর্মীই কাজে যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সমাজবিরোধী লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত ও প্রহৃত হওয়ার ভয়ে তাঁরা কাজে যোগ দিতে ভয় পাচ্ছেন। ডেয়ারিতে এ পর্যন্ত যে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয় বলে কর্মীরা তাঁদের কাছে অভিযোগ করেন।

অফিসারদের কাছে ওই রিপোরট পাওয়ার পর শ্রীকিদোয়াই টেলিফোনে পুলিশ কমিশনার শ্রীরণজিৎ গুপ্তের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে আরও পুলিশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি পরে সাংবাদিকদের বলেন, ডেয়ারিতে প্রয়োজন হলে পুলিশ দেওয়া হবে।

শ্রীকিদোয়াই জানান, হাসপাতালসমূহ পারক স্ট্রীটস্থ ডেয়ারি অ্যানড পোলট্রি ডেভেলপমেনট করপোরেশনের অফিস থেকে তাঁদের যে পরিমাণ দুধ সরবরাহ করা হয় তদনুযায়ী গুঁড়া দুধ পাবেন।

শুক্রবার পশুপালন দফতরের সচিব শ্রী জে মজুমদার, জয়েনট সেকরেটারি শ্রী এম জি কুট্টি এবং দুগ্ধ কমিশনার শ্রী এ কে মিত্র সেনট্রাল ডেয়ারিতে কীভাবে ধর্মঘটের মীমাংসা হতে পারে সেজন্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে মহাকরণে তাঁরা জানান, কর্মীরা তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা এরূপ অভিযোগও করেন, কেবল ডেয়ারির প্রাঙ্গণের মধ্যেই নয়, ডেয়ারির প্রবেশপথগুলিও সমাজবিরোধীদের দ্বারা অধ্যুষিত।

গত বুধবার ডেয়ারির একজন কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কিছুসংখ্যক কর্মী হঠাৎ ধর্মঘট করেন। সরকারী মুখপাত্র জানান, ধর্মঘটী কর্মীরা অন্যদের কাজে আসতে বাধা দেওয়ায় ডেয়ারির এক হাজার কর্মীদের কেউই কাজ করতে পারছেন না। ফলে বর্তমানে ডেয়ারিতে কার্যত ধর্মঘট চলছে। ধর্মঘটী কর্মীরা ধৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি এবং কাজে যোগ দিতে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন।

প্রকাশ, বৃহস্পতিবার রাত্রে অনেক কর্মী কাজে যোগ দিতে গেলে এক শ্রেণীর লোক কর্তৃক বাধা পান। কিছু গোলমাল হয়। ওই সময় পুলিশ ২৪৫ জন ডেয়ারি কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যায়। তার মধ্যে ৯ জনকে আটক করা হয়েছে। যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁরা দুগ্ধ দফতরের অফিসারদের কাছে অভিযোগ করেন, তাঁদের একত্রে গাদাগাদি করে রাখা হয়। কোন খাবার দেওয়া হয়নি, এমন কী চাও না। শেষ দল ছাড়া পেতে শুক্রবার বেলা ২/৩টা হয়ে যায়।

আকস্মিকধর্মঘটে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত

কাটিহার, ২৬ মারচ—রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, বারৌনী ও সংলগ্ন স্থানগুলিতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মীদের আকস্মিক ধর্মঘটের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এবং বারৌনী হয়ে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের যোগমণি-বারৌনী ও ডিবরুগড় নিউ জলপাইগুড়ি-কাটিহার-এলাহাবাদ শাখায় গতকাল থেকে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়েছে।

প্রকল্প ভাতা মঞ্জুরীর দাবিতে কর্মীরা ধর্মঘট করেন।

এই ধর্মঘটের ফলে কাটিহার ও অন্যান্য শাখায় কয়েক হাজার যাত্রী আটকে পড়েন। —পি টি আই

আসাম মেলকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

কলকাতায় স্টাফ রিপোরটার জানাচ্ছেন : দিল্লি-গৌহাটি আসাম মেলটিকে কিউল, ভাগলপুর এবং ফরাক্কা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার পূর্ব রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে ওই খবর জানিয়ে বলা হয়, ওই ট্রেনের সঙ্গে স্টিমারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

শুক্রবার মোকামায় প্রায় পাঁচশত জনতা ডাউন তুফান একসপ্রেস ও ৩৯ আপ জনতা একসপ্রেসটিকে থামাবার চেষ্টা করে। এ'রা সকলে বারৌনী থেকে এসেছিলেন বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

জানেন কি ?
রাজস্থান রাজ্য লটারী ২০তম খেলার তাং ১২-৫-৭১
প্রথম পুরস্কার দিতেছেন — ১৬,০০,০০০, টাকা
(আরও উল্লেখযোগ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক খেলার আকর্ষণীয় পুরস্কার)
—টিকিট প্রাপ্তিস্থান—
এম রায়
(অল ইণ্ডিয়া লটারী ডিস্ট্রিবিউটর)
১/১, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, শিয়ালদহ
ফোন:- ৩৫-০৯৮৭

যন্ত্রাদি ও উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রয়

প্রচুর পরিমাণ টুইস্ট ড্রিল, স্প্লিট ডাই, মিলিং কাটার, ইনভল্যুট গীয়ার কাটার, চেম্বার ইত্যাদি এবং গ্রাইন্ডিং হুইল ক্রয়ের জন্য সীল্ড টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বায়নার পরিমাণ ৫০০, টাকা।

ইহা ব্যতীত ই আর ডবল্যু টিউব; কাস্ট আয়রন, স্টীল ও অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং এবং অন্যান্য বহু প্রকার উদ্বৃত্ত যন্ত্রাংশ বিক্রয়ার্থে মজুত আছে। উৎসাহী পক্ষকে বিশদ বিবরণের জন্য ওয়ার্কস ম্যানেজার, হলম্যান ক্লাইম্যাক্স ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ, টিটাগড়, ২৪ পরগণায় যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৪৪২৯)

দাঁতের যন্ত্রণা মাড়ী ছড়ে রক্তারক্তি?

সুনিশ্চিত যত্ন নেবে বিনাকা! বিনাকার রয়েছে কত টুথব্রাশ—সব বয়সের উপযোগী, সবার পছন্দমাফিক। বিনাকার সব টুথব্রাশে কুঁচিগুলো গোল করা থাকে বলে আপনার মাড়ী ছড়ে যাবে না।

টুথব্রাশ যে দাঁত মাজা ছাড়াও অনেক কিছু তার প্রমাণ বিনাকা।
Binaca®

শুক্রবার ইনডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণরত শ্রী এইচ এন মুখারজি। তাঁর পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন শ্রী এম দাস, শ্রী এস এস কানোড়িয়া ও শ্রী বি এম শেঠিয়া। —নিজস্ব-চিত্র

কয়লা শিল্পের রুগ্ন অবস্থার কারণ কী ?

মাইনিং ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এইচ এন মুখারজির পর্যালোচনা

স্টাফ রিপোরটার

রেল পরিবহণে সংকট, পর্যাপ্ত বিস্ফোরক, লোহা ও ইসপাত দ্রব্যের অভাব, ১৯৬৭ সালের বিনিয়ন্ত্রণের পর সরকারের কাছ থেকে কয়লার লাভজনক দাম না পাওয়া এবং সর্বোপরি এই শিল্পের সমস্যাদি সম্পর্কে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদাসীন মনোভাবের ফলে আজ কয়লা শিল্পের এই রুগ্ন অবস্থা। শুক্রবার কলকাতায় ইনডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রী এইচ এন মুখারজি ওই মত প্রকাশ করেন।

সভার প্রধান অতিথির ভাষণে ফেডারেশন অব ইনডিয়ান চেম্বার অব কমারস অ্যানড ইনডাসট্রির সভাপতি শ্রী এস এস কানোড়িয়া বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজন—সরকারী উদ্যোগে কল্পনীর নেতৃত্ব গ্রহণ। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ঘোষণাকে তিনি স্বাগত জানান।

কয়লা শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করে সভাপতি শ্রী মুখারজি বলেন, চলতি বছরটিই বোধ হয় কয়লা শিল্পের সব থেকে খারাপ সময়। ১৯৭০ সালে কয়লার উৎপাদন ৩৮ লক্ষ টন কমে ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। কয়লা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার হিসাব অনুসারে চলতি বছরে (১৯৭০-৭১) উৎপাদন আরও কমে যাবে। এটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ১৯৭৩-৭৪ সালে নয় কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হবে বলে যে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল, আসলে উৎপাদন তার অনেক নিচে থাকবে—হয়ত হবে সাড়ে আট কোটি টন।

কয়লা একটি 'রুগ্ন শিল্প'

শ্রী মুখারজি বলেন, তাঁর পূর্বসূরীরা কয়লা শিল্পকে রুগ্ন শিশু বলে অভিহিত করে ঠিকই করেছিলেন, তার প্রমাণ সরকার এই শিল্পের জন্য একটির পর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন।

ওয়াগনের অভাবে সংকট

শ্রী মুখারজি হিসাব দেন ওয়াগনের অভাবে খনির মুখে ৯০ লক্ষ টন কয়লা জমে যায়। প্রায় ৩২ কোটি টাকার কার্যকরী মূলধন আটকে থাকে। পূর্ব রেলের যেখানে দৈনিক ৫১ হাজার এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ৯ হাজার ন শ ওয়াগন ...

সুপারিশে বলেছিলেন, কয়লার দর না বাড়িয়ে কয়লা শিল্প বেতন পর্ষদের রায় কার্যকর করতে পারবে না। কিন্তু শ্রমমন্ত্রক তা মানলেন না। সুতরাং কয়লা শিল্প বেতন পর্ষদের রায় কার্যকর করেননি, এ কথা বলা ভুল। বরঞ্চ বেতন পর্ষদের সুপারিশ অনুসারে দর বাড়িয়ে ওই রায় চালু করার যে চেষ্টা কয়লা শিল্প করেছিলেন, সরকারই তা ব্যর্থ করেছেন—এই তাঁর অভিযোগ।

শ্রী কানোড়িয়ার ভাষণ

সংসদের যুক্ত সভায় প্রদত্ত পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রপতির দৃপ্ত ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে শ্রী কানোড়িয়া বলেন যে, হত্যার রাজনীতি এবং বিশৃঙ্খলা দমনে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে যে আশ্বাস দিয়েছেন, তাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বাগত জানাবে। কারণ, এ রাজ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে এবং ঘটছে তা কোন সভ্য-সমাজই বরদাস্ত করতে পারে না।

তিনি বলেন, হিংসাকে দূর করতে হলে অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সি এম ডি এ শুভ সূচনা করেছে এবং ভবিষ্যতে শিল্প পুনর্বিন্যাস করপোরেশন এ কাজকে আরও ত্বরান্বিত করবে। হলদিয়ার তিনটি পরিকল্পনা চালু হলে অর্থনৈতিক কাজ আরম্ভ এগিয়ে যাবে বলে তাঁর ধারণা।

শ্রী কানোড়িয়া সরকারের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার ঘোষণাটিকেও সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, এই পরিকল্পনা সার্থক করতে হলে শুধু কৃষির উপরে নির্ভর করলে চলবে না, সেই সঙ্গে শিল্প সম্প্রসারণের দিকেও সরকারকে নজর দিতে হবে।

শ্রী বি এস শেঠিয়া ধন্যবাদ জানান। সভায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা ছাড়াও বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

পটুয়াটোলায় যুবকের মৃতদেহ

তিনজন গুলিবিদ্ধ

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার সকালে মহাত্মা গান্ধী রোড-পটুয়াটোলা অঞ্চলে একটি যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। শ্রীঅমিত রায়চৌধুরী (২১) নামে ওই যুবকের মুখে বোমার আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং পূর্বরাত্রে তিনি নিহত হন বলে পুলিশসূত্রে জানা যায়।

রাজ্য পুলিশসূত্রে জানা যায়—বৃহস্পতিবার বারাসতের বাসিন্দা শ্রীসরোজ ঘোষ নামে এক ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ওইদিন চুঁচুড়ার খামারপাড়ায় জনৈক যুবক মিলিটারির গুলিতে নিহত হন।

তিনজন গুলিবিদ্ধ

শুক্রবার উত্তর কলকাতার নলিন সরকার স্ট্রিটে শ্রীকুমারেশ রায় (৪৫) এবং কসবায় শ্রীঅমলেন্দু দে ও ইছাপুরের নবাবগঞ্জে শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের তিনজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শ্রীঅমলেন্দু দে নব কংগ্রেসকর্মী।

মিলিটারি ভ্যান এবং ক্যাশ ভ্যানের উপর বোমা

শুক্রবার সকালে শিবপুর থানার কাসুন্দিয়া এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। কেউ আহত হয়নি। কোন গ্রেফতারেরও খবর নেই।

...

হেমন্ত বসু সরণি

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতার পৌর অধিবেশন ডালহৌসি স্কোয়ার এলাকায় শ্রীহেমন্তকুমার বসুর নামে একটি নতুন রাস্তার নামকরণ করেন। ডালহৌসি স্কোয়ার নরথ এবং লালবাজার স্ট্রীটের মধ্যবর্তী রাস্তাটি (এসপ্লানেড রো ইসট পর্যন্ত) এখন থেকে হেমন্ত বসু সরণি বলে পরিচিত হবে।

পূর্ববঙ্গে সংগ্রাম সমর্থনে পৌর প্রস্তাব

স্টাফ রিপোরটার

'বাংলা দেশ' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সংগ্রামে সর্বরকম সহযোগিতার দাবিতে শুক্রবার কলকাতা পৌর অধিবেশন সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে।

শ্রীমনোজপ্রতিম গাঙ্গুলী (সি পি এম) এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুক্তিকামী মানুষদের রক্তঝরা সংগ্রামকে সমর্থন করে আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন। সকল দলের সদস্য পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জয়ধ্বনি দিয়ে শ্রীগাঙ্গুলীর ভাষণকে সমর্থন করেন। এস এস পি-র শ্রীবিমান মিত্র একটি সংযোজনী এনে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবীদল গঠন করে এই সংগ্রামের সাহায্যে এগিয়ে যেতে বলেন। আর এস পি-র শ্রীতারাপদ লাহিড়ী, সি পি আই-র ডাঃ কে পি ঘোষ প্রমুখও প্রস্তাব এবং এই সংযোজনীর সমর্থনে বক্তৃতা করেন।

ইউ এল এফ-এর প্রতিবাদ

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনট-এর আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার শুক্রবার পূর্ব বাংলার ঘটনার উল্লেখ করে এক বিবৃতিতে বলেন, পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের কর্তব্য এই সংকট মুহূর্তে পূর্ব বাংলার মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে সুদৃঢ় একাত্মতা প্রকাশ করা। সীমান্তের ওপারে আমাদের ভাইদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য আমাদের উপায় বের করতে হবে।

পি এস পি-র উদ্বেগ

প্রজা সোস্যালিসট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে এক বিবৃতিতে এদিন পূর্ব বাংলায় সামরিক আইন জারি এবং আবার ব্যাপকভাবে যে হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

বর্বরোচিত আক্রমণের নিন্দায় সি পি এম-এর বিবৃতি

সি পি এম-এর পক্ষে, এক বিবৃতিতে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, বিপুল জনমতকে উপেক্ষা করে সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বিবৃতিতে বাংলা দেশের (পূর্ব পাকিস্তান) জনগণের উপর এই বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষে এদিন এক সভায় পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বরোচিত আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এক প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাবে সেখানকার জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিও পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়।

আর এস পি, এস আর এস, ভারতের ওয়ারকারস পারটি, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, কলকাতা যুব সংঘ, সিটু, তরুণের অভিযান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও পূর্ব বাংলায় সেনাবাহিনীর বেপরোয়া কার্যকলাপের নিন্দা করে বিবৃতি দেওয়া হয়।

এস ইউ সি-র বিবৃতি

এস ইউ সি-র রাজ্য শাখার সম্পাদক শ্রীনীহার মুখারজি এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর জঙ্গী শাসকদের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে ওপার বাংলার জনগণের উদ্দেশে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আজ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অরডিনেশন কমিটির বৈঠক

পূর্ববঙ্গের জনগণের সমর্থনে একদিনের ধর্মঘট ডাকার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ইউ টি ইউ সি আজ (২৭ মারচ) কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কো-অরডিনেশন কমিটির এক বৈঠক ডেকেছেন।

যতদিন হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলবে, ততদিন তল্লাসিও

—আই জি

স্টাফ রিপোরটার

রাজ্য পুলিশের আই জি শ্রীপ্রসাদ বসু শুক্রবার সাংবাদিকদের জানান, পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ যত দিন চলতে থাকবে তত দিন ঘেরাও করে তল্লাসির কাজ চালানো হবে এবং গ্রেফতার চলতে থাকবে।

সম্প্রতি সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসু পুলিশ জুলুমের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে অভিযোগ করেছেন সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তারই উত্তরে শ্রীবসু ওই কথা বলেন।

আই জি আরও বলেন, হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, নদীয়া এবং বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অংশে এখনও হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। তা ছাড়া পুলিশের ওপরও আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

নির্বাচনের পরে

৫ জন যুব কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ কর্মী খুন হয়েছে

—প্রিয়রঞ্জন দাস মুনসি

স্টাফ রিপোরটার

লোকসভা সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গের যুব কংগ্রেসের আহ্বায়ক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুনসি শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেন, নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় সি পি এম কর্মীদের আক্রমণের ফলে ৫ জন যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্মী খুন হয়েছেন। আর সি পি এম দৌরাত্ম্যে ৫০০ জন যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ কর্মী গৃহহারা হয়েছেন।

শ্রীদাস মুনসির অভিযোগ, কলকাতা ও গ্রাম বাংলার অনেক জায়গায় একশ্রেণীর পুলিশ কর্মী সি পি এম কর্মীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। বহু জায়গায় পুলিশ সি পি এম কর্মীদের হামলার কাজে সাহায্যও করছে। তিনি বলেন : "আমরা জ্যোতিবাবুর মত পুলিশকে সায়েস্তা করার কথা বলছি না। তবে দোষী পুলিশকে আইনের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়ার কথা বলছি।"

শ্রীদাস মুনসি বলেন : "শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে যে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হতে চলেছে আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং আশা করি এই সরকার স্থায়ী হবে ও রাজ্যের কল্যাণ করবে।"

শ্রীদাস মুনসির অভিমত : সি-এম-ডি-এ কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্য মুখ্যত রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষই দায়ী। তিনি মনে করেন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার ব্যাপারে বেশ সহানুভূতিশীল।

শ্রীদাস মুনসি জানান, আদি কংগ্রেস থেকে ব্যাপকভাবে নব কংগ্রেসে যোগদান তাঁরা সমর্থন করেন না। তিনি বলেন : "আদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ছিলাম তাই আমরা নির্বাচনে এত সফল হয়েছি। শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীনির্মলেন্দু দে আবার আমাদের সংগঠনে ঢুকুন এটা আমরা চাই না। আমরা দাবি করছি আদি কংগ্রেসের কোন ছাত্র বা যুব কর্মী যদি নবতে ঢুকতে চান, তবে যেন নব কংগ্রেস থেকে স্থানীয় ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেস ইউনিটের মতামত নেওয়া হয়।"

শ্রীদাস মুনসি পূর্ব বাংলায় মুজিবর যে আন্দোলন শুরু করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

ওড়িশা সম্পর্কে মুলতুবি প্রস্তাব বাতিল

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—আজ লোকসভায় স্বতন্ত্র দলের নেতা শ্রী পি কে দেও ওড়িশায় রাষ্ট্রপতির শাসন বাতিল করা ব্যাপারে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন বলে একটি নিন্দাসূচক মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু স্পীকার শ্রী জি এস ধীলন প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন।

128
ভুটানের
টাটকা কমলালেবুর অপূর্ব মধুর স্বাদ পেতে হলে খান
ড্রুক
অরেঞ্জ স্কোয়াশ!

আজই এক বোতল ড্রুক অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিনুন। খেয়ে দেখুন—ভূটানের টাটকা কমলালেবুর সুবাস ও মিষ্টতা পাবেন—এই অরেঞ্জ স্কোয়াশ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বোতলে ভর্তি করা হয় তারজন্য কমলালেবুর আসল স্বাদ ও গুণ এতে পুরোপুরি বজায় থাকে।

ড্রুক এর তৈরী আরও পাবেন—
অরেঞ্জ জুস, পাইনাপেল জুস ও স্লাইস, ম্যাঙ্গো জুস ও স্কোয়াশ, টম্যাটো জুস ও কেচআপ, গ্রীন পী, লেমন স্কোয়াশ, লাইম কর্ডিয়াল, অরেঞ্জ জ্যাম ও মারমালেড, পাইনাপেল জ্যাম ইত্যাদি

ফ্রুট প্রিজারভেশন ফ্যাক্টরী • সামচি, ভুটান

বিনামূল্যে
ভিকো বজ্রদন্তী
ইকোনমি সাইজ
টুথ পেষ্ট
কিনিলে
এক জার
ভিকো টারমেরিক
ভ্যানিসিং ক্রিম
বিনামূল্যে পাইবেন

সুবর্ণ সুযোগ

ভিকো বজ্রদন্তী
আয়ুর্বেদিক টুথপেষ্ট
গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরী। নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতের ক্ষয়, পায়োরিয়া দাঁত থেকে রক্ত ও পুঁজ ক্ষরণ, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

ভিকো টারমেরিক
চন্দনসুগন্ধী ভ্যানিসিং ক্রিম
দেহকান্তি উজ্জ্বল করে, চর্মকে কমনীয় ও কান্তিযুক্ত করে, কামানোর পর ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ, ছোট খাটো কাটা ছেঁড়া সারায়।

দেরি করিবেন না আজই কিনুন

যতদিন ষ্টকে মাল মজুত আছে ততদিন পর্যন্ত এই উপহার পাইবেন

ভিকো ল্যাবোরেটরিজ
বোম্বাই—১৪

ষ্টকিষ্ট—মেসার্স ভি সিটি ষ্টোরস, ২০ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ টেলিফোন—২৩-৩৩৯৪ — ২৩-৪৫৫৬

4

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ১৩ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা-লাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে, কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনাফা কী হবে?
—রবীন্দ্রনাথ

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে "বাংলা দেশ"

তিনি, শেখ মুজিবর, শুধু বলিয়াছেন, তাঁহার "বাংলা দেশ" সার্বভৌম, ও স্বাধীন। কিন্তু—হিংস্র নেকড়ের পাল ওই বাংলার বুকের উপর হঠাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। একটি জাতির কৃষ্ণচূড়ার মতো জ্বলন্ত বাসনাকে তাহারা দলিত করিবে, একটি জাতির দীপ্র দাবিকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে, এই তাহাদের আস্ফালন, এই তাহাদের নির্লজ্জ হুঙ্কার। মূঢ় এক নিরামক রূঢ় এক আঘাতে যেন ইতিহাসের স্রোতকে উল্টা দিকে বহাইয়া দিতে চায়।

বলা হইতেছে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু গৃহযুদ্ধ ইহা নয়। গৃহযুদ্ধ হয় একটা জাতির দুই বৈরী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে। পাকিস্তান একটা রাষ্ট্র বটে, তাই বলিয়া একটা জাতি তো কখনও ছিল না, কোনও দিন হইয়া উঠিতে পারে নাই। যেটুকু-বা ভান ছিল, তাহাও নিঃশেষে মুছিয়া গেল।

গৃহযুদ্ধ হয় সমানে-সমানে। যেখানে এক পক্ষ সমরাস্ত্রে সজ্জিত, অপর পক্ষ নিরস্ত্র এক মানবসমাজ, সেখানে ওই শব্দটা খাটে না। গৃহযুদ্ধ নয়, ইহা গণহত্যা, ইহা পাইকারী হারে ফৌজী বলাৎকার। বলাৎকার শুধু অসহায় একটি জাতির নয়, বলাৎকার গণতন্ত্রের উপরেও। বিপুলে একটি নির্বাচনী রায় ইহারা নস্যাৎ করিয়া দিতেছে, সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছে। পিশুনের আত্মা বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে সেই আত্মার—অথবা তাহার প্রেতের—একটিমাত্র নগ্ন উন্মত্ত বাসনা—"বাংলা দেশ"কে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখা। প্রভুত্বের অন্ধ স্পৃহা সেই সাবেকী ক্রীতদাসপ্রথার অন্ধকার যুগকে কায়েম করিতে চায়।

এক কথায়, জঙ্গী চক্র বুঝাইয়া দিয়াছে পূর্ববঙ্গ তাহাদের চোখে একটা কলোনি মাত্র। কলোনি—শাসনের আর শোষণের। ইহার পর কোনও দিন কেন ওই দেশের পশ্চিম ভাগের কেহ পূর্ববঙ্গকে নিজ দেশের অন্য ভাগ বলিয়া জাহির না করে। ওটা বুজরুকি। ধর্মীয় বেরাদরির একগাছি সুতো যা ছিল তাহা কবে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মুজিবর প্রকাশেই বলিয়াছেন "উহারা শত্রু"। শত্রুর বিরুদ্ধে জাতির সকলকে রুখিয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছেন।

কিন্তু শেখ মুজিবর এখন কোথায়? কেহ জানে না। তিনি কি অপহৃত অথবা স্বেচ্ছায় অজ্ঞাতবাসে চলিয়া গিয়াছেন? সেখান হইতে দীর্ঘস্থায়ী এক সংগ্রামের সৈনিকদের প্রেরণা জোগাইবেন? কয়দিন আগে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যদি আপনাদের মধ্যে নাও থাকি"—আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, তাহার তাৎপর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন জঙ্গীশাহ ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁহার আলোচনা চলিতেছিল, মুজিবর তখনই ওই সম্ভাবনার কথা উচ্চারণ করেন।

এখন একেবারে জলের মতো সাফ এবং পরিষ্কার যে, ইয়াহিয়ার ঢাকা বৈঠকটাই ধাপ্পা, শুধুই কালহরণের অছিলা। আকাশপথ বন্ধ, তাই তিনি জাহাজ-বোঝাই সৈন্য নামাইবার ওয়াদায় ছিলেন। সৈন্য নামিয়াছে, সামরিক আইন সাঁড়াশির মতো সারা 'বাংলা দেশ'কে চাপিয়া ধরিয়াছে। সর্বত্র সান্ধ্য আইন বলবৎ। কিন্তু জঙ্গীশাসক জানেন না সন্ধ্যার পরে প্রভাত আছে। আর কথায় বলে ভোরের ঠিক আগের প্রহরটিই সবচেয়ে ঘোর কালো। ইহাও সত্য যে, পশ্চিম হইল অস্তের দিক, আর পূর্ব উদয়ের। পশ্চিমের উপর ওইখানেই পূবের জিৎ।

কিংবা কে জানে ইয়াহিয়া নিজেও বুঝি-বা জঙ্গীচক্রের ক্রীড়নক মাত্র, ভুট্টো কোম্পানির হাতের পুতুল হইয়া রহিয়াছেন। তাহারা তাঁহাকে যেমন নাচাইতেছে, তিনি তেমনই নাচিতেছেন। তাঁহার পিঠে পিস্তল রাখিয়া যাহারা তাঁহাকে ঢাকায় পাঠাইয়াছিল, তাহারা আসলে নিতান্ত নোংরা একটা মতলব হাসিল করিতে চাহিয়াছিল। ইয়াহিয়া যদি ভুট্টো তথা জঙ্গীচক্রের হাতের পুতুল, এই পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ওই জঙ্গীচক্র কাহার পুতুল? চীনের নয় তো?

ইহা ঠিক যে, পূর্ববঙ্গের জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানকে চীন খুব খুশী মনে দেখে নাই। স্বাধীন জাতীয়তাবাদী পূর্ববঙ্গ সত্য হইয়া উঠিলে দুনিয়ার এই অঞ্চলে একটা চক্রান্তের ঘাঁটি চিরতরে চীনের হাতছাড়া হইয়া যায়। পাকিস্তান দুই টুকরা হইলে দোসর হিসাবে সে হয় দুর্বল, দুইজনে মিলিয়া ভারতকে জব্দ করাটা আর অত সস্তা থাকে না। দক্ষিণ-এশিয়ার শক্তিগত ভারসাম্যই উল্টাইয়া যায়।

বশম্বদ ভুট্টো তো ছিলই, ভুট্টোর মারফৎ জঙ্গীচক্রের একটা অংশকে হাত করিয়া পিকিং অবস্থাটা সামাল দিতে চাহিতেছে। আর পূর্ববঙ্গকে যথাপূর্ব শোষণ—পশ্চিম-পাকিস্তানের জঙ্গীতন্ত্রের ইহাই 'কামিনা'। বন্দোবস্তটা ভালই। কিন্তু শেষ হাসি কাহার, সে-কথা জানে একমাত্র ভবিষ্যৎ। আর জানেন বাংলা দেশের ভাগ্যবিধাতা—সবকিছু নির্ভর করিতেছে ওই দেশের জনগণের প্রতিরোধ শক্তি কতখানি অনমনীয় তাহার উপর। ইস্পাত হইলে নুইয়া পড়িবে না, ফৌজী জুলুমে যদি গোটা দেশকে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ' বানাইতে চায়, তাহা হইলেও না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমবেত প্রতিজ্ঞা যদি দুলিয়া ওঠে, তবে স্বৈরাচার, অনাচার, অত্যাচার সব সেই জলোচ্ছ্বাসে ইতিহাসের আবর্জনার মতো ভাসিয়া যাইবে। সমুদ্রের তরঙ্গকে যাহারা 'তিষ্ঠ' বলিয়া শাসন করিতে যায়, পিণ্ডি-করাচির জঙ্গী নায়কেরা এযুগের সেই ক্যানিউট, সেই আত্মম্ভরী আহাম্মক। কিন্ত, কিন্তু, তাহারা পারিবে না। পারিবে না॥

বিশেষ প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু মুজিবর

'বঙ্গবন্ধু', আওয়ামি লীগ নেতা, শেখ মুজিবর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মারচ ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন আদালতের একজন সেরেস্তাদার। তাঁর অবস্থা ছিল মোটামুটি স্বচ্ছল।

মুজিবই পিতামাতার বড় ছেলে। তাঁর আর এক ভাই ও চারটি বোন আছেন।

সাত বছর বয়সে শেখ মুজিবরকে গোপালগঞ্জের বড় স্কুলে পাঠানো হয়। তিনি পড়াশুনায় বেশ ভাল ছিলেন। ইতিহাসের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি ছিল। কিন্তু ক্লাস সেভেনে উঠতেই তাঁর চোখের রোগ দেখা দিল। ডাক্তারের উপদেশে প্রায় বছর তিনেক তাঁর পড়া বন্ধ রাখতে হয়। পরে ওই গোপালগঞ্জের স্কুলেই ক্লাস এইটে তিনি ভরতি হন।

ছাত্রজীবনেই এক জনসভায় যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁর সাত দিন কারাদণ্ড হয়। জীবনে তাঁর এ ছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

মুজিবর ১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে কলকাতায় পড়তে আসেন। তিনি ইসলামিয়া কলেজে (এখনকার মৌলানা আজাদ কলেজ) আই এ ক্লাসে ভরতি হন। থাকতেন বেকার হসটেলে।

এই সময়েই স্বর্গত সুরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম স্টুডেনটস ফেডারেশনের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে মুজিবর ১৯৪৭ সালে বি এ পাস করেন। এই বছরই পাকিস্তানের জন্ম। মুজিবর কলকাতা থেকে ঢাকা এলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে। ভরতিও হলেন, কিন্তু রাজনীতিতে তিনি এমন জড়িয়ে পড়লেন যে, পড়াশুনায় ছেদ পড়ল।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় সেই ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপটেমবর তিনি এই আন্দোলনে গ্রেফতার হলেন। ৬ দিন পরে তিনি মুক্তি পান।

১৯৫২ সালের ২১ ফেবরুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য উনিশটি তাজা প্রাণ ঢাকার রাজপথে প্রাণ দিলেন। পূর্ববঙ্গের জনমানসে মুসলিম লীগের প্রতি তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হল। ভাষা আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে শেখ মুজিবের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৫৪ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় এক মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এই মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবর বাণিজ্য মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল বেশি দিনের নয়। ওই বছরই ৩০ মে পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে সেখানে গবরনরী শাসন চালু হল। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়।

শেখ মুজিব আতাউর রহমান পরিচালিত মন্ত্রিসভাতে মন্ত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সনে শেখ মুজিবর পিকিং-এ পাকিস্তানী প্রতিনিধিমণ্ডলীতে নেতৃত্ব করেন। চীন থেকে ফিরে এসে তিনি মন্ত্রীত্ব পদ ছেড়ে দেন এবং দলীয় সংগঠনের জন্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করলেন।

১৯৫৫ সনেই শেখ মুজিবর রহমান শুভেচ্ছা সফরে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে এক শিশি পাকিস্তানী মধু উপহার দিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৫৮ সনে আয়ুব খাঁ ক্ষমতায় আসার পরই শেখ মুজিবরের অদৃষ্টে জুটল কারাবাস।

১৯৫৮ সনের ১২ অকটোবর তাঁকে পূর্ব-পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে প্রায় দেড় বছর আটক রাখা হয়। আটক অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারি মামলা রুজু করা হল। কিন্তু এর প্রত্যেকটিতে তিনি মুক্তি পান। ১৯৬০ সনের জানুয়ারি মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে আদেশ জারি করা হল। গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

১৯৬৮ সনের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবরের মুক্তির আদেশ হল, কিন্তু গবরনর মোনেম খাঁ ঘোষণা করলেন যতদিন তিনি গবরনর ততদিন মুজিবরকে জেলে থাকতে হবে। এর পরে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

পাকিস্তান সরকারের সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় প্রধান আসামী ও মস্তিষ্ক বলে বর্ণনা করা হল শেখ মুজিবর রহমানকে। এই মামলায় মোট আসামী ছিলেন ৩৫ জন। সরকারী অভিযোগ: ভারতের পূর্ণ সহযোগিতায় এঁরা স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তান গড়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। দুইজন সংখ্যালঘু এবং তিনজন উচ্চপদস্থ সি এস পি অফিসারকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেলে এই মামলার আসামীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়।

এদিকে সারা পাকিস্তানে স্বাধিকারের আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ ধারণ করল।

১৯৬৯ সনের ১৯ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আসামীদের মুক্তি দিলেন।

মুক্তির পর শেখ মুজিবর রহমানকে ঢাকায় এক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানানো হয়। দশ লক্ষ লোকের এক জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। এমন বিরাট সমাবেশ নাকি ঢাকার স্মরণাতীতকালের মধ্যে দেখা যায়নি। এই সমাবেশে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যা দেওয়া হয়।

শেখ মুজিবরকে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেনট আয়ুবের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে রাজি করাতে প্রেসিডেনট আয়ুব তাঁর ব্যক্তিগত দূত হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনকে ঢাকায় পাঠান।

সারা পূর্ববঙ্গে যে ব্যাপক গণবিক্ষোভের জোয়ার দেখা দিয়েছিল তা শান্ত করার জন্য আয়ুবশাহী নতিস্বীকার করে শেখ মুজিবরের সাহায্য চাইলেন।

'দেশের শত্রু' বলে বর্ণিত শেখ মুজিবরের ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচারিত করে জনগণকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হয়েছিল।

সেদিন ৪৯ বৎসর বয়স্ক শেখ মুজিবরের কাছে পাকিস্তানের 'লৌহ মানব' ৬২ বছরের প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

১৯৬৯, ২৫ মারচ। আয়ুব বিদায় নিয়েছেন। এসেছেন ইয়াহিয়া খাঁ।

বহু প্রত্যাশিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গত ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আওয়ামি লীগ জাতীয় পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করেন। পূর্বপাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট ১৬২টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবরের দল লাভ করেন ১৬০টি। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭টি আসনও পরোক্ষ ভোটে আওয়ামি লীগই লাভ করেন। শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ ৭২·৫৭ ভাগ ভোট পান।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক বিধানসভায় আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি লাভ করেন।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদেরই গণপরিষদরূপে কাজ করার কথা। এই পরিষদই অধিবেশন বসার ১২০ দিনের মধ্যে দেশের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করবেন।

শেখ মুজিবর তাঁর দলের ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে সংবিধান রচনার দাবি জানান। এতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় এবং মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া আর সব বিষয়ে প্রদেশের কর্তৃত্ব চাওয়া হয়।

কিন্তু পিপলস পারটির নেতা শ্রী জেড এ ভুট্টো মুজিবের দাবি মানতে রাজী নন। ফলে দেখা দিল সংঘাত। জাতীয় পরিষদে ভুট্টোর দলের আসন সংখ্যা মাত্র ৮৩।

১৯৭১ সনের ১২ জানুয়ারি প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকায় এসে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বসলেন।

তার পরে ইয়াহিয়া খাঁ ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন সিন্ধুর লারকানা শহরে।

জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে ঢাকায় ভুট্টো-মুজিবর আলোচনা বৈঠক বসল। কিন্তু মতবিরোধ ঘুচল না। ভুট্টো

মুজিবর-প্রস্তাবিত সংবিধান মানবেন না বলে জানালেন।

১৩ ফেবরুয়ারি প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন যে, ৩ মারচ তারিখে ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।

ভুট্টো সাহেব জানালেন শেখ মুজিবর তাঁর ছয় দফা সম্পর্কে আপস না করলে তিনি জাতীয় পরিষদে বসবেন না। তিনি হুমকি দিলেন পিপলস পারটির কোন সদস্য ঢাকায় গেলে তিনি নিজ দায়িত্বে যাবেন।

১ মারচ প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করলেন। তিনি জানালেন যে, দুই নেতার মধ্যে মতবিরোধের জন্য তাঁকে এই ব্যবস্থা নিতে হল।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি রাখায় পূর্বপাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল।

এদিকে পূর্বপাকিস্তানের গবরনর এস এম আসানকে পদচ্যুত করা হল। লেঃ জেঃ সাহেবজাদা মহম্মদ ইয়াকুব খাঁ হলেন সামরিক প্রশাসক।

পূর্বপাকিস্তানে বিক্ষোভ দমনের জন্য সামরিকবাহিনী নামল। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল সামরিকবাহিনীর সঙ্গে বেসামরিক ব্যক্তিদের লড়াই। কারফ্যু অমান্য করে জনগণ হাজারে হাজারে বেরিয়ে পড়লেন প্রতিবাদ জানাতে।

শেখ মুজিবর বাংলা বন্ধ-এর ডাক দিলেন। অফিসে আদালতে চলল ধর্মঘট। সামরিক বাহিনীর গুলিতে কয়েকশত নাগরিক নিহত হলেন।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ ১০ মারচ ঢাকায় নেতাদের বৈঠক ডাকলেন। শেখ মুজিবর এই বৈঠক প্রত্যাখ্যান করলেন। ৬ মারচ ইয়াহিয়া খাঁ জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে জানালেন যে, ২৫ মারচ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন।

পরদিন ৭ মারচ ঢাকার রেস কোরসে শেখ মুজিবর রহমান এক বিশাল জনসমাবেশে ঘোষণা করলেন যে, চার দফা দাবি মেনে না নেওয়া হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন সহযোগিতা নেই। এই চার দফা দাবি হল (১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হোক, (২) সৈন্যরা ব্যারাকে ফিরে যাক, (৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন এবং (৪) সাম্প্রতিক নিধনযজ্ঞের তদন্ত হোক।

তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন:—আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না, চাই মানুষের অধিকার। শহীদের রক্তের উপর পা দিয়ে আমি অ্যাসেমবলিতে যেতে চাই না। কত রক্ত দিতে হবে কার্পণ্য করব না। কেন না, এ আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

জঙ্গীশাসনের বিরুদ্ধে শুরু হোল অসহযোগ আন্দোলন। 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে পূর্ববঙ্গের আকাশ বাতাস হল মুখরিত।

এই পটভূমিকায় শেখ মুজিবর ১৫ মারচ নিজের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের (যার নাম এখন বাংলা দেশ) শাসনভার নিয়ে নিলেন।

প্রেসিডেনট ইয়া খাঁ কড়া সামরিক পাহারায় ১৫ মারচ সন্ধ্যায় ঢাকায় এলেন। ১৬ মারচ প্রেসিডেনট ভবনে ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের বৈঠক বসল। শেখের এক দাবি—আগে ৪ দফা দাবি মানুন, তারপর ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে সংবিধান রচিত হোক। মুজিব প্রেসিডেনটের সঙ্গে বেশ কয়েকবার মিলিত হন।

২২ মারচ ঢাকায় ইয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক বসল। এই দিন ঘোষণা করা হল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিত রইল।

ঢাকা থেকে নানা রকম সংবাদ আসা শুরু হল। তার মধ্যে একদিকে যেমন বলা হল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার ঘোষিত হবে। অপর দিকে সামরিক তৎপরতার খবরও আসতে লাগল।

২৫ মারচ মধ্যরাত্রে ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা থেকে করাচি এলেন। ওই দিন রংপুর ও চট্টগ্রামে সৈন্যদের গুলিতে নিহত হলেন ১১০ জন।

২৬ মারচ খবর এল পূর্ববঙ্গে ফৌজি শাসন কায়েম হয়েছে। ইয়া খাঁ মুজিবের আন্দোলন কঠোর হাতে দমনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক প্রশাসক টিক্কা খাঁর ওপর হুকুম জারি করেছেন।

জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ফৌজদের সংঘর্ষ হচ্ছে। পূর্ববঙ্গে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। মুক্তিকামী মুজিব সমগ্র বিশ্বের যুবসমাজের কাছে এক আবেদনে তাঁদের এই সংগ্রামে সাহায্য চেয়েছেন।

শিল্প সঞ্জীবনীর সন্ধানে

পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে নয়াদিল্লিতে নূতন ভাবনা যে শুরু হইয়াছে তাহার কিছু আভাস রাষ্ট্রপতির ভাষণেও মিলিয়াছে, শ্রীচবনের বাজেট-বক্তৃতাতেও। শ্রীগিরির ভাষণে রাজনৈতিক সমস্যার উপর জোর দেওয়া হইলেও অর্থনৈতিক প্রশ্ন তাহাতে উপেক্ষিত হয় নাই। শ্রীচবন অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই রাজনীতি এড়াইয়া অর্থনীতির অনুশীলন করিয়াছেন। এ রাজ্যের বিপন্ন শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পাকা সিদ্ধান্ত তাঁহার বক্তৃতাতেই বিধৃত হইয়াছে।

আসলে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের অস্তমিত গৌরবশশী ফিরাইয়া আনিবার জন্যই একটা শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব। তাহার সদর দপ্তরও হইবে কলিকাতায় যাহাকে রাজধানীতে অনেকে খরচের খাতায় লিখিয়া দিতে এই সেদিন পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। অর্থলগ্নী সংক্রান্ত যে কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা কর্পোরেশন হইতে সকলেরই সদর দপ্তর প্রায় বোম্বাইয়ে। তাহাতে পশ্চিমভারতের শিল্পগুলি বিশেষ উপকৃত হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্বাঞ্চলের কলিকাতা শিল্পনগরী হিসাবে বোম্বাইয়ের তুলনায় নিরেশ না হইলেও ওই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানেরও সদর দপ্তর এ শহরে স্থাপিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে কলিকাতার আবেদন-নিবেদন নয়াদিল্লি এতকাল কানেও তোলে নাই, বরঞ্চ যাহারা এ দাবি তুলিয়াছে তাহাদের সঙ্কীর্ণচিত্ত বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। এতদিনে বুঝি কেন্দ্রীয় সরকারের সুমতি হইয়াছে, তাঁহাদের বুঝি চোখ খুলিয়াছে। তাই তাঁহারা প্রস্তাবিত শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশনের সদর দপ্তর কলিকাতাতেই বসাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন—যদিও সেটা একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, প্রাদেশিক কিংবা আঞ্চলিক সংস্থা নয়।

শিল্প পুনর্গঠন কর্পোরেশনের গর্ভযন্ত্রণার অবসান অবশ্য এখনও হয় নাই। তবে তাহার জন্মক্ষণ আসন্ন। কথাটা যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর হাজারি প্রথম পাড়িয়াছিলেন তখন এ রাজ্যে অনেকেরই প্রত্যয় হয় নাই। তবে খোশ খবরের ঝুটাও তো ভাল—এই বলিয়া লোকে মনকে প্রবোধ দিয়াছিল। শ্রীগিরি এবং শ্রীচবনের ঘোষণার পর সব সন্দেহের নিরসন ঘটিয়াছে, অসীম প্রত্যাশা লইয়া লোকে সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আছে যেদিন কর্পোরেশনের কাজ আরম্ভ হইবে। বিলম্ব তো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হইয়াছে, আর কালহরণ কেন? টাকার অভাবে তো আর কর্পোরেশন গড়িবার কাজ ব্যাহত হইবে না। পাঁচ কোটি টাকার বরাদ্দ তো ইতিমধ্যেই বাজেটে করা হইয়াছে। কাজ আরম্ভ করিবার পক্ষে সে টাকা যথেষ্ট। কাজে হাত দিয়াই যদি মনে হয় আরও টাকার দরকার তাহার ব্যবস্থাও তো অনায়াসেই হইতে পারিবে। বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তো কেবল অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করিয়াছেন, পূর্ণাঙ্গ বাজেট লোকসভায় উত্থাপিত হইবে আগামী মে মাসে। অতিরিক্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা দেখিয়া-শুনিয়া তখন করিলেই চলিবে।

কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন পঁচিশ কোটি টাকা। যে বৃহৎ কর্মে হাত দেওয়া হইতেছে তাহাকে সফল করিয়া তুলিতে গেলে পঁচিশ কোটি টাকায় অবশ্য কুলাইবে না। কিন্তু কর্পোরেশন তো ঠিক একটা বিরাট শিল্প-ব্যাঙ্ক হিসাবে গড়িয়া উঠিবে না। তাহার কাজ প্রধানত রুগ্ন প্রকল্পগুলিকে সারাইয়া তোলা, মৃতপ্রায়, অর্ধমৃত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নবজীবনের সঞ্চার করা। রোগ এবং শিল্প-প্রকল্পের এক নয়। দোষ কোথাও পরিচালনার, কোথাও কর্মপদ্ধতির। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মালিকের খণ্ডিত দৃষ্টি বিপত্তি ঘটাইয়াছে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবাস্তব বুদ্ধি বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। মূলধনে টান পড়াতে কেহ কেহ দরজা বন্ধ করিয়াছে, কেহ আবার উৎপাদনের উপাদান কিংবা যন্ত্র না জুটাইতে পারিয়া কর্মস্রোতে ছেদ টানিয়াছে। দেখা যাইতেছে, সকল সমস্যাই অর্থঘটিত নয়। সুপরামর্শ দিয়া, সুষ্ঠু পরিচালনার বন্দোবস্ত করিয়া, অতি-আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতি শিখাইয়া, উৎপন্ন পণ্য বাজারে বিক্রয়ের আয়োজন করিয়া, প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি কিংবা উপাদান যোগাইয়া কর্পোরেশন অনেক মুমূর্ষু শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারেন। তবে সে কাজ করিতে গেলে উপযুক্ত প্রয়োগবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ দরকার। মূলধন সংগ্রহের চেয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালক এবং পরামর্শদাতা সংগ্রহ কিছু কম জরুরি নয়।

নাই সেই নিমকমহাল

বাংলা দেশের নীলচাষীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এবং তাহাদের সংগ্রাম সমর্থন করিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিলেন পাদরী লং সাহেব। নীলচাষীর এই ইংরাজ-বন্ধুর নাম একটি ছড়াতে স্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে—'অসময়ে হরিশ ম'লো লং-এর হলো কারাগার।' আর-একজন ইংরাজ দক্ষিণবঙ্গের নিমকমহালের প্রজাদিগের দুর্দশায় বিচলিত হইয়া আন্দোলন করিয়াছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের একটি গ্রামের নামের মধ্যে ইনি স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। আজিকার হিঙ্গলগঞ্জ হেঙ্কেল সাহেবেরই নাম ও স্মৃতি বহন করিতেছে। নিমকমহালের প্রজা এবং লবণ প্রস্তুত করিবার শ্রমিক মোলাঙ্গীদের ন্যায়-সঙ্গত স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এবং তাহাদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করিয়া হেঙ্কেল সাহেব কোম্পানি-সরকার ও ইংরাজদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র যেমন 'নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় কোন দীনবন্ধু মিত্র তেমন করিয়া লবণদর্পণ নাটক লিখেন নাই। নিমকমহালের প্রজা ও দুঃখী মোলাঙ্গীর উৎপীড়িত জীবনের কাহিনীকে সাহিত্যে ধরিয়া রাখা হয় নাই বলিয়া তাহার স্মৃতির ছবিটি আপনা হইতে হইতে বস্তুত মুছিয়াই গিয়াছে। নিমকীর দারোগা হইয়া ধনী হইয়াছিলেন যাঁহারা, তাঁহাদের বংশধরেরা অবশ্য আজিও আছে, এবং মোলাঙ্গীদের বংশধরেরাও আছে। কিন্তু উভয়ের কাহারও স্মৃতিতে সেই লবণের কোন ক্লেশ নাই।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন লোকসভাতে ঘোষণা করিয়াছেন: আগামী পয়লা এপ্রিল হইতে লবণের উপর আবগারী শুল্ক আর প্রযুক্ত হইবে না। লবণ উৎপাদন এবং লবণ আমদানিও শুল্কমুক্ত হইল। স্মরণ করিতে হয়, মহাত্মা গান্ধী দেশমুক্তির আনুষঙ্গিক সংগ্রাম হিসাবে একদিন এই লবণেরই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন ও সফল হইয়াছিলেন। জল বাতাস ও আলোকের মতো লবণও জীবনের একটি স্বভাবজ ও অপরিহার্য প্রয়োজন। বিস্ময়ের বিষয়, শোষণের পদ্ধতি অন্বেষণ করিতে গিয়া সাম্রাজ্যিক এবং রাজকীয় প্রভুত্বের শক্তিও তাহাদের অধীন দেশের লবণকে বিধিনিষেধের শৃঙ্খলে বন্দী করিয়া করভারে ও শুল্কভারে জর্জরিত করিত। আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশের মানুষকে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইউরোপীয় বণিক-বৃত্তির প্ররোচনাতে লবণের দুর্ভিক্ষ সহ্য করিতে হইয়াছে। বেশীদিন হয় নাই, লবণের অভাবের জন্য আফ্রিকার মানুষের সেই হাহাকার নীরব হইয়াছে।

নুন খাইলে গুণ গাহিতে হয়—প্রবাদের কথার মধ্যে বস্তুত কৃতজ্ঞতার একটি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জীব-জীবনের পরিচর্যার প্রয়োজনে যাহা খাদ্য, তাহা লবণ না পাইলে জীবনের পরিচর্যা করিতেই পারে না। সুতরাং আশ্চর্যের কিছু নাই, নুন খাইলে কৃতজ্ঞতার বোধ আপনি আসিয়া পড়ে। ব্রিটিশ সরকার আসামের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদিগের আনুগত্য জয় করিবার জন্য যেমন এক-একটি মিলিটারী অভিযানের উপর, তেমনই লবণের উপর নির্ভর করিবার নীতি অনুসরণ করিতেন। উপজাতীয় জনসমাজে প্রচুর পরিমাণে লবণ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া তাহাদের বিদ্রোহের ভাব প্রশমিত করা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও বলা চলে, লবণ পাইয়া উপজাতীয়েরা কৃতজ্ঞ হইয়াছিল। নেফার কোন কোন উপজাতীয় জনসমাজের ভাষাতে 'নুন আনিতে যাওয়া' অর্থ মৃত্যু। ভাষাতে নেফা-উপজাতীয়ের সেই নিদারুণ দুঃখের স্মৃতিটি কথা বলিতেছে। দুর্গম পথে বিশ-পঁচিশ দিন ধরিয়া হাঁটিয়া উপজাতীয় গ্রামের যাহারা সদিয়া ও তেজপুরের বাজারে লবণ কিনিতে আসিত, তাহাদের অনেকেই আর ফিরিত না, পথক্লেশেই তাহাদের মৃত্যু হইত। যাহাই হোক, আজিকার ভারতের শুল্কমুক্ত লবণ এই সত্য প্রমাণিত করিতেছে যে, নিমকমহালের সেই ভয়ানক ঐতিহ্যের অবশেষও আজ আর নাই।

কী ঘটছে ওখানে জানি না, শুধু অনুমান করতে পারি

পূর্ব বাংলায় যে ধরণের ঘটনা ঘটলো আধুনিক ইতিহাসে তার নজীর নেই। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাড়ে সাত কোটি একটি জাতি—বাঙালি জাতিকে—এমন প্রতারণা করলেন যা সভ্য জগতে—এই গণতান্ত্রিক যুগে—অভাবনীয় এক ব্যাপার। এগারদিন ধরে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমানের সাথে যে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কোন মীমাংসায় আসা নয়, সময় নেওয়া, যাতে পূর্ব বাংলার উপর সার্বিক ও বর্বর এক অতর্কিত আক্রমণ সংগঠিত করার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। অথচ শেখ মুজিবর রহমান আজ সামান্য একটি ব্যক্তি নন; এবং তাঁর দলও অন্য পাঁচটা দলের মত একটি দল নয়। তিনি ও তাঁর দল গণতান্ত্রিক সার্বজনীন ভোটাধিকারেই বিপুল সমর্থনে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নয়, সারা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর তুলনায় ইয়াহিয়া খান সাত্য কে? কিসের ভিত্তিতে কোন্ গণতান্ত্রিক অধিকারে তিনি প্রেসিডেনট? আয়ুব খানের কাছ থেকে তিনি চক্রান্ত করে ক্ষমতা দখল করেন, তাঁর ক্ষমতার পিছনে কোন নৈতিক বা গণতান্ত্রিক সম্মতি নেই। তিনি আজ বড় গলায় কোন্ অধিকারে পাকিস্তানের একমাত্র রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করতে পারেন? সামরিক দস্যুবৃত্তি ছাড়া, গায়ের জোর ছাড়া এবং মধ্যযুগীয় ষড়যন্ত্র ছাড়া আয়ুব খাঁ অথবা ইয়াহিয়া খানদের আর কি নৈতিক অথবা রাজনৈতিক মূলধন আছে?

স্বৈরাচার, ষড়যন্ত্র ও পশুশক্তির এই নির্লজ্জ প্রকাশ সমস্ত পৃথিবীর গণতান্ত্রিক মানুষকে স্তম্ভিত করবে। জাতীয় এসেমবলীর অধিবেশন প্রথমে পাঞ্জাবী নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপাত্র জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু এবারে রাত্রির অন্ধকারে সামরিক বিমানে উঠে যাবার পূর্বে তিনি নিজ দায়িত্বে—খোলাখুলিভাবে—সমস্ত পূর্ব বাংলাকে নতুন করে অধিকার করার জন্য সামরিক বাহিনীকে প্রচণ্ড আক্রমণ করার হুকুম নিজে দিয়ে যান। স্বদেশে গিয়ে বাংলাদেশকে সায়েস্তা করার হুকুম রেডিও মারফৎ ঘোষণা করেন। পৃথিবীতে আজও পর্যন্ত এমন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগের মত অন্য কেউ অর্জন করতে পারেননি। ইতিহাসে গণতন্ত্রের রেকরড স্থাপিত হয়েছিল। সেই শেখ মুজিবর ও আওয়ামী লীগকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান "দেশের শত্রু" বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর দলকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন এবং কঠিন সাজা দেবেন বলেও ঘোষণা করেছেন! আর আজ "বাংলা দেশের" পথেঘাটে চলেছে এই পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর তাণ্ডবলীলা — বেপরোয়া গুলীতে শত শত প্রাণ নিধন করা হচ্ছে। সংবাদপত্রের ও রেডিওর গলা টিপে ধরা হয়েছে। আজ আর রেডিও ঢাকা থেকে মুক্তির গান শোনা যাবে না। ফ্যাসীবাদী আক্রমণও কোন দেশে এমন বর্বর ও নির্লজ্জ রূপ পরিগ্রহ করেনি। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর জনমত সংগঠিত, সোচ্চার ও সক্রিয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা যদি অন্যায় না হয়ে থাকে, তবে আজ সারা পৃথিবীর পক্ষে পূর্ব বাংলার উপরে এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভিন্ন দেশের

পান্নালাল দাশগুপ্ত

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হচ্ছে বলে অন্যায় হবে কেন? পৃথিবীর জনমত ছাড়াও—যে সমস্ত রাষ্ট্র নিজেদের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক অথবা প্রগতিশীল বলে জাহির করেন, তারাই বা তথাকথিত "কূটনৈতিক শালীনতা"র দোহাই দিয়ে নীরব থাকবে কেন? আজ পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে তাকে কোন ক্রমেই একটি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে নৈতিক দায়িত্ব এড়ানো যায় না। এটা সম্পূর্ণ একটি মানবিক প্রশ্ন—যে প্রশ্নে সকল দেশের সকল মানুষের একটা বক্তব্য আছে। আমরা তাই মনে করি ভারত সরকার ও ভারতবাসীদেরও এ অবস্থায় চুপ করে থাকা চলে না। রাষ্ট্রসংঘেও এই প্রশ্নটি তোলার অধিকার আছে।

যেমন করে ঘটনাবলী আজ এই চরম পরিস্থিতিকে নিয়ে আসুক না কেন, শেখ মুজিবর রহমানদের দাবি মোটেই কিছু চরমপন্থী দাবি ছিল না। ছয় দফার মধ্যে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতার কোন কথা ছিল না। কেন্দ্রীয় পাকিস্তানী সরকারের হাতে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকার বিরুদ্ধে ছয় দফা দাবিতে কোন কথাই ছিল না। একদা ইংরেজ যদি বলতো যে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও মুদ্রা এই তিনটি বাদ দিয়ে ভারতীয়দের হাতে অন্য সব স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছি, তাতে কি ভারত সন্তুষ্ট হতে পারতো? তাতে কি ভারত স্বাধীন হতো, না বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারত ছিন্ন হয়ে যেতো? অথচ ছয় দফার সব কটি দিয়ে দিলেও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের হাতে সামরিক শক্তি ও পররাষ্ট্র থেকে যেতো। এ দুটির সাহায্যে বৈদেশিক বাণিজ্যও হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। এতে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হতো না বিচ্ছিন্নও হতো না। অতএব শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের সর্বনাশ করছেন, পূর্ব বাংলাকে আলাদা করে নিয়ে যাচ্ছেন—এ জাতীয় অভিযোগ কষ্টকল্পিত ও মিথ্যা! আসলে বাঙালী জাতিকে কোন কিছু না দেওয়াই পশ্চিম পাকিস্তানী নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য।

*

যদি ছয় দফা দাবি না মানা হয়, তবেই পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার পক্ষে স্বাধীনতার দাবি না তুলে উপায় থাকে না। অতএব ছয় দফা মানার মধ্যে স্বাধীনতা ছিল না, না মেনেই স্বাধীনতার প্রশ্নটি উপস্থিত করা হয়েছে। ইয়াহিয়া খানেরাই পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন হয়ে যেতে বাধ্য করছেন। একথা হয়তো ইয়াহিয়া খানদেরও না বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষুদে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদের মত কোন রিজারভ নেই। তাদের তাই ইংরেজ বা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মত কোন উদারতার ভান দেখাবার মত সঙ্গতি নেই। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আছে, অথচ শক্তি আছে সামান্যই যে সব নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের, তাদের পক্ষে উদার হওয়া সম্ভব হয়নি। তাই তারা সামান্য ছয় দফা পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি।

আজ পূর্ব বাংলায় কী ঘটছে আমরা জানি না, হয়তো সবটা অনুমানও করতে পারি না। হয়তো এতক্ষণে শেখ মুজিবর বন্দী হয়ে গেছেন অন্যান্য সহকর্মী সহ, হয়তো হাজার হাজার ছাত্র ও যুবকদের প্রাণ নেওয়া হয়ে গেছে, অথবা হয়তো সেখানে "স্বাধীন পূর্ব বাংলা সরকার"ও কেউ গঠন করতে যাচ্ছেন। এই অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কায় সাময়িকভাবে স্তম্ভিত পূর্ব বাংলার মানুষদের পক্ষে সহসা যথা কর্তব্য মুহূর্তেই স্থির করা হয়তো সহজ নয়, কিন্তু তারা অচিরে সম্বিত ফিরে পাবেন বলেই আশা করা যায়। তারা অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে পাল্টা বেসরকারী সরকার গড়ে তুলছিলেন, তার সব ভিত্তিটাই এই আক্রমণে নষ্ট হয়ে যাবে না. সেই পাল্টা সরকারই কিছুটা পরিবর্তিত রূপে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার রূপে দানা বাঁধতে পারে। অবশ্য সেই পাল্টা স্বাধীন সরকারের পক্ষে আজ বাংলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা অথবা স্বাভাবিক নাগরিক জীবনযাপন ব্যবস্থা রক্ষা করার কোন প্রোগ্রাম থাকতে পারে না। সে পাল্টা সরকার হবে একটা পাল্টা প্রতিরোধ শক্তি, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে প্রতিরোধ করার হাতিয়ার হিসেবে তাকে দাড় করাতে হবে।

যদি পূর্ব বাংলার মনোবল অটুট থাকে, তবে পূর্ব বাংলার এই স্বাধীনতার সংগ্রাম সার্থক হবেই। ঢাকা বা চট্টগ্রাম বা খুলনার মত শহরেই এই প্রতিরোধ শক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এই সংগ্রামকে দীর্ঘায়ত ও বিস্তৃর্ণ সংগ্রামে পরিনত করতে হবে। সাড়ে সাত কোটি লোকের একটি দেশকে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক গোষ্ঠি হাজার মাইল দূরে থেকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারে না। এই সংগ্রামকে গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে, নদীতে বিলে বিস্তৃত করে দিতে হবে, চাষি ও মজুরদের ও জনসাধারণের সংগ্রামে পরিনত করতে হবে। কোথাও কোথাও সশস্ত্র প্রতিরোধ-পকেট ও গেরিলা বাহিনী হয়তো দানা বেঁধে উঠবে। কিন্তু সেই সশস্ত্র গেরিলা ও মুক্তাঞ্চলগুলি নিজেদের ক্ষমতার মাধ্যেই যেন নিজেদের শক্তি সীমিত করে না ফেলে। অসহযোগ ও আইন অমান্য কর্মপন্থার সমগ্রভাবে সকল বাঙালীকে যেভাবে একতাবদ্ধ এক শক্তিতে পরিনত করা সম্ভব হয়েছিল, সেই সামগ্রিক প্রতিরোধ শক্তিটা বিকল হলো এমন মনে করলে চলবে না, বরং সেই সার্বিক একতাবদ্ধ শক্তিকেই সবচেয়ে বড় শক্তি মনে করতে হবে। সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী যদি গড়ে ওঠে, সেই সব গণবাহিনীগুলির কর্তব্য হবে এই একতাবদ্ধ শক্তিকে রক্ষা করা, তার উপর আক্রমণকে প্রতিহত করা। অর্থাৎ স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের সশস্ত্র নিরস্ত্র যতরকম হাতিয়ার জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারে, তার সবগুলিই ব্যবহার করা চলে—সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে। নীতিগত বা কৌশলগত প্রশ্নের কূটতর্কে যেন স্বাধীনতার সংগ্রামী দলগুলিতে নিজেদের মধ্যেই যেন কোন বিরোধ না হয়। সাধারণ শত্রুকে আজ পূর্ব বাংলার চিহ্নিত করতে কোন অসুবিধা নেই। এই সাধারণ শত্রুকে পূর্ব বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করাই আজ "বাংলা দেশের" একমাত্র কর্তব্য।

মোট কথা দীর্ঘায়ত সংগ্রামের জন্য আজ পূর্ব বাংলার বাঙালীদের তৈরী হতে হবে। আর কোন নিগোশিয়েশনের ক্ষেত্র নেই। সাহসী এক আঘাতে শত্রুপক্ষকে দূর করে দেওয়াও হয়তো সম্ভব নয়। ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। দরকার হলে চার/পাঁচ এমন কি দশ বছরের জন্যও আপোষহীন প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালাবার দৃঢ় পণ নিতে হবে। ইয়াহিয়া খানের লক্ষ্য হবে এক কঠিন আঘাতে পূর্ব বাংলার মনোবলকে চূর্ণ করে দেওয়া, আর পূর্ব বাংলার জনসাধারণের লক্ষ্য হবে এই সংগ্রাম যতদূর সম্ভব দীর্ঘায়িত করা।

*

যদি পূর্ব বাংলার বিদ্রোহী জনসাধারণ স্বাধীন কোন বাংলা সরকার ঘোষণা করেন, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের উচিৎ হবে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ দায়িত্ব ভারতেরই প্রথম। পশ্চিম পাকিস্তানের আজ এত শক্তি নেই যে এই জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আবার ভারতের উপর আক্রমণ করতে আসবে। উপর থেকে দেখলে মনে হয়, পূর্ব বাংলার সংগ্রাম বুঝি একমাত্র পূর্ব বাংলারই সংগ্রাম। আসলে এ-সংগ্রামের তাৎপর্য সমগ্র পাকিস্তানের সকল গণতান্ত্রিক লোকের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সিন্ধু, বালুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নও এরই মধ্যে আছে। আজ পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানকেই লেলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং একথাও হয়তো বলা যায় যে ইয়াহিয়া খান আজ ক্ষিপ্ত ও উন্মাদ হয়ে যে বর্বর আক্রমণ পূর্ব বাংলার উপরে চাপিয়ে দিয়েছেন, এর পরিণামে পশ্চিম পাকিস্তানেও বিদ্রোহের অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে। কেন না সেখানেও স্বায়ত্তশাসনের শক্তিসমূহ বর্তমান আছে। বস্তুত হয়তো একথাও প্রমাণিত হতে পারে, ইতিহাসে কায়েদে আজম জিন্নাহ যে পাকিস্তান রাজ্য বা সাম্রাজ্য স্থাপন করে গিয়েছিলেন, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে তা শেষ হয়ে যাবে। অবশ্য সে জাতীয় চরম পরিণতি নির্ভর করে আপাতত পূর্ব বাংলার প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। যদি এই প্রতিরোধ সত্যিই দীর্ঘায়ত হয় ও দিন দিন একটা বেপরোয়া স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানের

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

লোকসভায়

'বাংলাদেশের' গণ আন্দোলন সমর্থনের দাবি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—লোকসভায় বিরোধী বামপন্থী সদস্যরা 'বাংলা দেশের' (পূর্ব পাকিস্তানের) গণ-আন্দোলনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করার জন্য ভারত সরকারকে আজ অনুরোধ জানান।

এই ব্যাপারে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুরের প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে সদস্যরা যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনিও তাঁদের সঙ্গে সমভাবে তেমনি উদ্বেগাকুল।

সদস্যরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে 'গণহত্যা' এবং গণতন্ত্র নিধনের প্রশ্নটি রাষ্ট্রপুঞ্জে তোলার জন্য ভারত সরকারের অগ্রণী হওয়া উচিত।

পি এস পি সদস্য শ্রীসমর গুহের আশংকা, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং অন্যান্যদের গ্রেফতার করার সম্ভাবনা আছে এবং যে-কোন সময়ে তাঁদের গুলি করে মারা হতে পারে। পূর্ব পাকিস্তান নেতাদের বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিংহল সরকার পাকিস্তানকে যাতে কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা না দেন সেজন্য ভারত সরকার সিংহল সরকারকে অনুরোধ করবেন এটাই তিনি চান।

সি পি আই-এর শ্রী এস এম ব্যানার্জি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তান প্রশাসন কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছেন। এঁদের বর্তমান প্রয়াসের মধ্যে এই জিনিসটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান শেখ মুজিবর ...

... সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতির দাবি করে বলেন, সেখানে 'নির্দয়ভাবে ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা' চলেছে।

সি পি আই-এর ইসাক সম্ভালিও এই ব্যাপারটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারকে সক্রিয় হতে অনুরোধ করেন।

টিক্কা খাঁর ফতোয়া

শিলং, ২৬ মারচ—'বাংলা দেশ'-কে পাকিস্তানী ফৌজের তাঁবে রাখবার জন্য ইয়াহিয়ার বশংবদ সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল টিক্কা খাঁ মোট ... আদেশ জারি করেছেন। সেগুলি নীচে দেওয়া হল। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ফতোয়া অনুযায়ী এগুলির ক্রমিক সংখ্যা ১১৭ থেকে ১৩১। ... দফার মধ্যে ১৫ দফা এতে আছে।

এক ॥ পূর্ব পাকিস্তানে সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হল। ঘরে-বাইরে বক্তৃতা, সমাবেশ, সভা, ধর্মঘট, মিছিল—সবকিছু বন্ধ রাখতে হবে। কেউ এসবে যোগ দিতে পারবে না।

দুই ॥ ফৌজী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া খবরের কাগজে, বেতারে, টি-ভিতে, প্রচারপত্রে, পুস্তিকায় বা ভাষণে—কোন কিছু প্রকাশ করা চলবে না।

তিন ॥ পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে, এমন কোন খবর বা মন্তব্য কোনভাবে প্রকাশ বা প্রচার বা মুদ্রণ করা চলবে না। ...

বেলভেডিয়ারে অজয়বাবুর বাড়ি। শুক্রবার বিকালে অ-মার্কসিসট দলগুলির বৈঠক বসেছে। —নিজস্ব-চিত্র

অনাস্থা প্রস্তাবে ভীত নই
—কর্পূরী ঠাকুর

পাটনা, ২৬ মারচ—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর (এস এস পি) আজ বিধানসভায় বলেন, অনাস্থা প্রস্তাবে তিনি মোটেই ভীত নন। তিনি সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেবেন এবং যেদিনই এই প্রস্তাব আনা হবে সেইদিনই আলোচনার পর তা ভোটে দেবেন।

বিহার বারানুমোদন বিল (১৯৭১) সংক্রান্ত বিতর্কের সমাপ্তি প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর এই কথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনাস্থা প্রস্তাবের ভীতিপ্রদর্শনে আমরা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব না। এই সভার আস্থা আমি যেদিন হারাব, তারপর এক মুহূর্তও মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকব না। —পি টি আই

বিহার বিধানসভার নব কংগ্রেস নেতা রাই-এর পদত্যাগ

পাটনা, ২৬ মারচ—বিহার বিধানসভা নব কংগ্রেস দলের নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদারোগাপ্রসাদ রাই পদত্যাগ করেছেন। দলের অনেকে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিলেন এবং তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, শ্রীরাই পদত্যাগ করলে রাজ্যের বর্তমান এস ভি ডি মন্ত্রিসভার পতন ত্বরান্বিত হবে। দলের আশি জন সদস্য এক স্মারকলিপিতে শ্রীরাইকে স্বেচ্ছায় পদ ত্যাগ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

শ্রীরাই সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি দলকে নিজের উপরে স্থান দিতে চাই। দলের স্বার্থে আমি পদ ত্যাগ করলাম।' দলের সাধারণ সম্পাদক সমীপে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে শ্রীরাই অনুরোধ করেছেন যে: পত্রটি যেন নব কংগ্রেস সভাপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একজন নতুন নেতা নির্বাচন করে নেওয়া হয়।

জানা গিয়েছে যে, নব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ওয়ারকিং কমিটির অন্যতম সদস্য সরদার দরবারা সিংকে এখানে পাঠাচ্ছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, তিনি আগামীকাল এখানে পৌছবেন। ৩০ মারচ নতুন নেতা নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বৈঠক বসতে পারে। —পি টি আই—ইউ এন আই

ত্রিপুরায় 'বাংলা দেশ'-এর ২ শত মুক্তি সংগ্রামী

শিলং, ২৬ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানে জোরদার সামরিক তৎপরতা শুরু হওয়ার পরে আজ 'বাংলা দেশ'-এর ২ শত জন মুক্তি সংগ্রামী সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর (ই পি আর) কিছু সংখ্যক উরদি পরিহিত নিরস্ত্র কর্মীও রয়েছেন।

নির্ভরযোগ্য মহল থেকে জানা যায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের তাড়া খেয়ে দুশো জন পূর্ব পাকিস্তানী সীমান্ত অতিক্রম করে ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় প্রবেশ করেন। তাঁরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন—'সামরিক একনায়কতন্ত্র' যে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু করেছে, তার ফলে তারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

ই পি আর-এর কিছু লোক ত্রিপুরার সাবরুম মহকুমার শ্রীচন্দপুর চেকপোসটে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস একটি আধা সামরিক সংস্থা। সাধারণত তাদের ...

আজ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ব বাংলার শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সমর্থনে ও পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক জঙ্গী নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদ, বি পি এস এফ (বাম), বি পি এস এফ (ডান), পি এস ইউ প্রভৃতি কয়েকটি ছাত্র সংস্থা পৃথক পৃথকভাবে আজ শনিবার সারা বাংলা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। ছাত্র পরিষদের সভাপতি ... শনিবার ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

বি পি এস এফ-এর ধর্মঘটের ডাক

বি পি এস এফ (বাম)-এর পক্ষে এক বিবৃতিতে পূর্ব বাংলার জনগণ 'ফ্যাসিসট মিলিটারি চক্রের বিরুদ্ধে যে গৌরবজনক সংগ্রাম চালাচ্ছে' তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ২৭ মারচ সারা বাংলায় সহানুভূতিসূচক ছাত্র ধর্মঘট পালনের ডাক দেওয়া হয় এবং বেলা ১টায় কলকাতা ... মুজিবর রহমানের সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খান যে জঙ্গী চক্রান্তে রক্তের পথ বেছে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনদের রবিবার আটাশ মারচ ঘরে ঘরে অরন্ধন পালনের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। সেদিন যুব কংগ্রেস কর্মীরা কালো ব্যাজ পরবেন এবং ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু খাবেন না।

ভারতের ভূমিকা দর্শকের না'ও হতে পারে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—পূর্ব পাকিস্তানের আজকের ঘটনাবলীর উপর ভারত তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। নির্ভরযোগ্যভাবে জানা গেল—সেখানকার পরিস্থিতি প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ নিচ্ছে বলে ভারত ঐসব ঘটনাকে নিছক 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপার' বলে মনে নাও করতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীর দরুণ ভারতের পূর্বাঞ্চলের সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কাজেই ভারত এ ব্যাপারে আগে থেকেই কোন সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছুক নয়।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে যে—পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যদি সামরিকভাবেও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীদের দমন করতে পারে, তাহলেও ঐ সংকটের এখন আর কোন রাজনৈতিক ...

... থেকে বলা হয়—সামরিক বাহিনীর লোকজন অথবা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোন পাক বিমানকে ভারতের উপর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। সিংহলও যাতে ঐ ধরনের অনুমতি না দেয়, ভারত নাকি সিংহলকে সেই অনুরোধ জানিয়েছে।

সরকারী মনোভাবের ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে—পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের ক্ষতি হয়, এমন কোন কাজ ভারত করবে না।

পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষে সেখানকার জনগণ কি ভূমিকা নিয়েছেন, ভারত সরকার সেই বিষয়েও নজর রেখেছেন।

পুনা থেকে ইউ এন আই-এর পাঠানো খবরে জানা যায়—সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ তাঁর পুনা সফর বাতিল করে ...

... সভার বৈঠকে সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। ইতিমধ্যে প্রবীণ মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালাচ্ছেন। ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, মন্ত্রিসভা তা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

আজ রাতে এখানে কর্তৃপক্ষ মহল ... প্রস্তাব করেছে। এখানে বলা হচ্ছে যে—ভারতের উপর দিয়ে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিমান যাওয়ার অনুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যেই পাকিস্তান ঐ আবেদন করেছে। ভারত কখনই তাতে রাজী হবে বলে মনে হয় না।

আজ সংসদের সেনট্রাল হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বহু সদস্য বহির্বিষয়ক মন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং-এর সঙ্গে কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁরা শ্রীসিং-এর কাছে আবেদন জানান।

পূর্ব পাকিস্তানে ৩ ডিভিশন সৈন্য

নিছক অস্ত্রের জোরে এবং বলপ্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দমন করার উদ্দেশ্যে পাক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৩ ডিভিশন সৈন্য এনেছে। ওয়াকিবহাল সূত্র থেকে জানা যায়—ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন মালদ্বীপে 'গ্যান'-এর বিমান বহরের কেন্দ্র হয়ে পাক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে।

ব্রিটেন এই খবর অস্বীকার করেছে। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল বলছেন যে, এটাই প্রকৃত সত্য।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখেই আজ 'বাংলা দেশ' অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে একটি পালটা সরকার কাজ চালাচ্ছেন। এবং প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া সেজনাই এটাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহ' বলে অভিহিত করেছেন।

জঙ্গী শাসকের সব রকম হুমকি অগ্রাহ্য করে আজ পূর্ব বাংলায় অসামরিক কর্মচারি ও অন্যান্য সব শ্রমিক-কর্মীরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবরের প্রতি আনুগত্যে তাঁরা অটল। আজ সেখানে সব কল-কারখানা বন্ধ।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর ...

... ওয়াকিবহাল রাখা হচ্ছে।

পাক সেনা প্রবেশের খবর ঠিক নয়

নয়াদিল্লির খবর ঃ কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য আজ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় প্রবেশ করেছে বলে যে খবর শোনা যায়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্র থেকে তা অস্বীকার করা হয়েছে। ঐ মহল থেকে জানানো হয় যে এই খবর সত্যি নয়।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

অজয়বাবুর সহানুভূতি ও সমর্থন

বাংলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এক বিবৃতিতে 'বাংলা দেশের' সংগ্রামী জনগণের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন।

মহীশূরে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ

বাঙ্গালোর, ২৬ মারচ—মহীশূরের রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ হতে চলেছে। রাজ্যপাল শুক্রবার রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন বলবৎ করার জন্য সুপারিশ করেছেন। নব কংগ্রেস সংসদীয় বোরড রাজ্যপালের সুপারিশ সমর্থন করেন। শনিবার এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ প্রচার করা হবে বলে আশা করা যায়।

রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর তাঁর সুপারিশে মহীশূর বিধানসভা অল্প সময়ের জন্য 'সাসপেনড' করার সুপারিশ করেছেন। নব কংগ্রেস বা আদি কংগ্রেস পরিচালিত সংযুক্ত বিধায়ক দল মন্ত্রিসভা গঠনে অসমর্থ হওয়ায় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির শাসনের জন্য সুপারিশ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন বসবে

স্টাফ রিপোরটার

কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ...

এয়ার লাইনসের লক আউটের বৈধতা চ্যালেনজ

মাদরাজ, ২৬ মারচ—ইনডিয়ান এয়ার লাইনস ১৩ মারচ যে লক-আউট ঘোষণা করেন তার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মাদরাজ হাইকোরটে দুইটি রিট আবেদন করা হয়েছে।

এয়ার করপোরেশনের কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তার সেকরেটারি এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে শ্রী এন রাম এই আবেদন করেন।

বিচারপতি রমাপ্রসাদ রাও এই আবেদন গ্রহণ করে নোটিশ জারি করেছেন। —পি টি আই

একদিকে ফৌজ, অন্যদিকে জনগণ — পাশে রাইফেলবাহিনী

হরিদাসপুরে সীমান্ত থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি

সব বন্ধ। ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ। বন্ধ টেলিফোন আর টেলিগ্রাফ। বন্ধ সকলরকম যোগাযোগ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সীমান্ত থেকে পাওয়া খবরে জানা গেল, 'স্বাধীন বাংলার' অভ্যন্তরে একদিকে যেমন বাঙালী পুলিশ আর পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনী নির্ভয়ে মিলিটারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, তেমনি তরুণের দলও চালাচ্ছে গেরিলা লড়াই। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি ঘর এখন মুক্তি সংগ্রামের দুর্ভেদ্য দুর্গ হিসাবে গড়ে উঠেছে। মেয়েরাও ...

যেখানে ওপার থেকে আসেন বহুযাত্রী, সেখানে এদিন ভারতের পারে এসেছেন মাত্র দুজন। ভারতীয় পাসপোরট নিয়ে কয়েকজন ওপারে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরাও আবার ফিরে এসেছেন। যানবাহনের চাকা একেবারে অচল। এরপর আরও পাঁচজন ওপারে গেলেন, কিন্তু কেমন করে গন্তব্যস্থানে পৌছবেন সেকথা কেউই বলতে পারেন না। অবশ্য শেষ মুহূর্তে সীমান্তের দরজা এদিনের মত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে একজন বিদেশী সাংবাদিক ওপারে গেলেন। এছাড়া সারাদিনে আর কেউই এপার-ওপার পারাপার হননি।

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এই দলের দুজন এম এল এ। আপাতত তাঁদের বাদ দিয়েও ওই কোয়ালিশনের শরিক ও সমর্থক দলগুলির এম এল এ-দের সংখ্যা ১৪১ দাঁড়ায়। সরকার গড়তে হলে দরকার ১৩৯।

সুশীলবাবুকে মন্ত্রী না হবার জন্য অনুরোধ

এদিনের বৈঠকের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, বৈঠক ভাঙার প্রায় এক ঘণ্টা আগে বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া চলে যান এবং পঞ্চাশ মিনিট আগে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় প্রবেশ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের আর এক শ্রী রায়—সন্তোষ রায়। পরে জানা যায়, বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদ অজয়বাবু ছাড়া দল থেকে আরও একজন মন্ত্রী নেওয়ার যে দাবি জানিয়েছিলেন, তাতে বৈঠকে উপস্থিত অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা একমত হতে পারেননি। সুশীলবাবুকে মন্ত্রী করার ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেস থেকে যাতে চাপ দেওয়া না হয়, সেজন্য তাঁরা অজয়বাবু ও সুশীলবাবুকে অনুরোধ করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অজয়বাবু বলেন, এই অনুরোধ সম্পর্কে তাঁর দল সিদ্ধান্ত নেবে। অবশ্য এ-ব্যাপারে সুশীলবাবু সাংবাদিকদের কিছু বলতে চাননি।

রাজ্য নব কংগ্রেস পরিষদ দলের নেতা বিজয়বাবু যৌথ বৈঠকের বিবরণ সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, কোয়ালিশন সরকার পরিচালনার ব্যাপারে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য সি পি আই নেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিকে আহ্বায়ক করে কর্মসূচি কমিটি গঠন করাও হয়েছে।

রবিবার আবার কোয়ালিশনের বৈঠক

বিজয়বাবু আরও জানান, রবিবার বিকালে কোয়ালিশনের শরিক ও সমর্থকদের আবার বৈঠক বসছে। তাতে মন্ত্রিসভার আয়তন ও দফতর বণ্টন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই বৈঠকের আগে শরিক ও সমর্থক দলগুলিকে সরাসরি রাজ্যপাল অথবা অজয়বাবুর কাছে তাঁদের সমর্থনপত্রগুলি পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ক-জন মন্ত্রী নিয়ে অজয়-মন্ত্রিসভা গড়া হতে পারে, তা সরকারীভাবে কেউ জানাননি। তবে ওয়াকিবহাল মহলের খবর, একুশজন পুরো ও পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গড়া হতে পারে।

টি এন সিং লঘিষ্ঠ সরকার চালাতে রাজি নন

লখনউ, ২৬ মারচ—উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং আজ ক্ষমতাসীন এস ভি ডি-র এক জরুরী বৈঠকে বলেন, এই দল লঘিষ্ঠ দলে পরিণত হওয়ায় এখন একমাত্র পথ হল তাঁর সরকারের পদত্যাগ করা।

এদিকে উত্তরপ্রদেশের নব কংগ্রেস দলের চীফ হুইপ শ্রীনারায়ণ দত্ত তেওয়ারি জানিয়েছেন যে, শ্রী টি এন সিং পদত্যাগে অসম্মত হলে তাঁকে অপসারণের দাবি জানাবার জন্য নব কংগ্রেসের একদল নেতা আগামীকাল রাজ্যপাল শ্রী বি গোপাল রেড্ডির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে শ্রীতেওয়ারি বলেন যে, তাঁর দল এখন বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। দলের সদস্যসংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে ২১২। এ ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলের ১২ জন সদস্যের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে।

এস ভি ডি-র মন্ত্রীর পর মন্ত্রী এবং এম এল এ-রা দলত্যাগ করে নব কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় বিধায়ক দলের এই জরুরী বৈঠক আহ্বান করতে হয়। বৈঠকে সদস্যগণ শ্রীসিং-এর কাছে এই আবেদন জানান যে, যাঁরা দলত্যাগ করে চলে গিয়েছেন তাঁদের সকলকে "বেঁধে" আনার জন্য সময় দেওয়া হোক। শ্রীসিং রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হন। রবিবার অবস্থা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বিধানসভায় হট্টগোল

এদিকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় আজ প্রচণ্ড হট্টগোল হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি এন সিং-এর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করেন ক্রুদ্ধ বিরোধী সদস্যরা। ... চিৎকার। এর পর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ১৫ মিনিট মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

বিরোধী সদস্যরা বলেন, ৮ জন মন্ত্রী ইতিমধ্যে পদত্যাগ করেছেন। এস ভি ডি থেকে বহু সদস্য বের হয়ে এসেছেন। সুতরাং ওই সরকারের ক্ষমতাসীন থাকা আর চলে না। —পি টি আই ও ইউ এন আই

লোকসভায় সি আর পি হটাও প্রস্তাব

সব আক্রমণ সি পি এম-কে লক্ষ্য করে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—পশ্চিম বাংলা থেকে সি আর পি এবং অপরাপর কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার সম্পর্কিত একটি বে-সরকারী প্রস্তাব নিয়ে আজ লোকসভায় আলোচনাকালে সি পি এম-ই আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ প্রস্তাবটি এনেছিলেন একজন সি পি এম সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসু। তাঁর অভিযোগ রাষ্ট্রপতির শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গকে অধিকৃত এলাকারূপে দেখা হচ্ছে।

শ্রীবসু একগাদা ঘটনার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, এইগুলির সঙ্গে সি আর পি এবং পুলিশ জড়িত। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন, জনসাধারণের সরকার গঠন হলে এদের ছেড়ে কথা বলা হবে না। শ্রীবসু আরও জানান "আমরা সযত্নে তাদের নাম টুকে রেখেছি।"

নব কংগ্রেস, সি পি আই, জনসংঘ এবং এস এস পি সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গে সি আর পি বসানো ইত্যাদির জন্য সি পি এমকেই দায়ী করেন।

অনেকে আবার ব্যঙ্গ করে সি পি এম নেতা শ্রীজ্যোতি বসুকে রক্ষার জন্য পুলিশ ও সি আর পি নিয়োগের ব্যাপারটি তোলেন।

সি পি আই-এর রণেন সেন ও পি এস পি'র শ্রীসমর গুহ বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের কথা তুলে বলেন যে, এইগুলি সি পি এম-এরই কীর্তি। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, সি পি এম-ই রাজ্যে হিংসার রাজনীতি এনেছে। ডঃ সেন ও নব কংগ্রেসের শ্রী বি কে দাসচৌধুরী বলেন, রাজ্যে সি আর পি আনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যোতিবাবুই দায়ী। সি পি এম-এর সদস্যরা জোরের সঙ্গে একথা অস্বীকার করেন।

ডঃ সেন অবশ্য শ্রীবসুর কয়েকটি অভিযোগ সম্পর্কে একমত হন। তিনি বলেন, সি আর পি এবং মিলিটারি নির্দোষ ছেলেদের অযথা হয়রান করছে।

তিনি মনে করেন, রাজ্যে আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও সি আর পি'র শাসন বন্ধ করার জন্য জনপ্রিয় সরকার গঠন করা উচিত।

শ্রীগুহ বলেন, সি পি এম যদি হিংসার রাজনীতিকে নিন্দা করেন, তাহলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সি আর পি হটানোর জন্য সি পি এম-এর প্রস্তাবটি সমর্থন করতে রাজী আছেন। তিনি মনে করেন, সি আর পি এবং মিলিটারি শান্তি আনতে পারবে না। জনসাধারণের মধ্যে থেকেই প্রতিরোধ দরকার।

নব কংগ্রেসের জনৈক সদস্যের দাবি পশ্চিমবঙ্গে আরও সৈন্য ও সি আর পি পাঠাতে হবে।

সি পি এম নেতা শ্রীবসু বলেন, নির্বাচনের পর এক হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর দল হারিয়েছে ২০০ জন কর্মী—যাদের মেরেছে সাদা পোষাকের পুলিশ। তিনি বলেন, সরকার অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষা নিতে শিখুন। পড়তে শিখুন দেওয়ালের লিখন। আলোচনা শেষ হয়নি।

রাজ্যসভায় তিনটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—সি পি আই নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত আজ রাজ্যসভায় তিনটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন।

শ্রী গুপ্তের বিলে সংবিধান সংশোধনী বিলের ব্যাপারে সংসদের উভয় সভার মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার জন্য একটি যুক্ত অধিবেশন, মৌলিক অধিকার সংশোধনের ব্যাপারে সংসদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। —পি টি আই

রাজ্যসভার অধিবেশন চার ঘণ্টা আগে মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—রাজ্যসভার অধিবেশন আজ নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা আগেই মুলতুবি রাখা হয়।

স্বতন্ত্র দলের শ্রীলোকনাথ মিশ্র মুলতুবির প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, আগামীকাল সাধারণ বাজেটের উপর আলোচনা। তার প্রস্তুতির জন্য ... সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

যুগের সঙ্গে রুচির পরিবর্তন চাই
সুদৃশ্য প্লাষ্টিকের পাত্রে

গাঙ্গুরামের দই
গাঙ্গুরাম অ্যাণ্ড সন্স
ভবানীপুর ৪৭-২৩৭৭ • কালিঘাট ৪৬-৬১৬০ • চিত্তরঞ্জন এভেনিউ ২৩-৮৪১৮
iaa-GGS/71

অন্যান্য চিত্রগৃহে

ছায়া — অদ্য শেষ শো বেলা ১১টায় — অশোককুমার, কিশোর, মধুবালা — চল্‌তি কা নাম গাড়ী

রূপম — আরজু (ARZOO)

বিনোদিনী — প্রফেসার

পূরবী — গঙ্গা মাইয়া তোহে পিয়ারী চঢ়াইবো

রাধা শ্রী — কটি পতঙ্গ

অতীন্দ্র — কটি পতঙ্গ

অশোকা — জয় জয়ন্তী

অলকা — The Great Bank Robbery

নারায়ণী — আন মিলো সজনা

পার্বতী — চৈতালী

সুরশ্রী — জবাব

শ্যামাশ্রী — সোনা বৌদি

রূপায়ন — ভাই ভাই

শ্যামলী — ভাই ভাই

যোগমায়া — জয় জয়ন্তী

জয়া — চৈতালী

প্যারামাউন্ট — আই মিলন কী বেলা

কটী পতঙ্গ

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক!
সীমা

রঙমহল — আজ : ৬টায় — বাবাবদল

বিশ্বরূপা — বেগম মেরী বিশ্বাস

কোথায় পাবো তারে

অঙ্গার — মিনার্ভা থিয়েটার

শৌভনিক — পাতা ঝরে যায়

জলা মেরা নাম

নবরাগে

রঙ্গনা — বিধান সরণী ও রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীটের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
আজ ৬ কাল ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

সমরেশ বসুর সওদাগর

একটি অসামান্য ছবি! — প্রতিবাদ — ৫ম সপ্তাহ!

রাধা — পূর্ণ

কাঁচা পাকায় হেঁচে

এখানে পিঞ্জর

পুনঃপ্রদর্শন — থিলৌনা

বিড়লা প্লানেটোরিয়াম

পিপলস্ লিট্‌ল্ থিয়েটার-এর
সূর্যশিকার

গানে মাতিয়েছে সারাদেশ — চৈতালী

বসুশ্রী : বীণা : মিত্রা — পদ্মশ্রী

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু — সোনা বৌদি

আন মিলো সজনা

কী ঘটছে ওখানে জানি না

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

আভ্যন্তরীণ সংকটগুলিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। এর উপরে যদি ইয়াহিয়া খান ভারতের উপরেও আক্রমণ করতে আসেন তবে তাঁর সাথে সমগ্র পাকিস্তানী স্বপ্নটারই কবর তৈরি করবেন মাত্র।

এদিকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যকার সীমান্ত আবার দৃঢ়ভাবে বন্ধ করার চেষ্টা হবে। পূর্ব বাংলায় ভয়াবহ সাইক্লোন জনিত ক্ষয়ক্ষতি হয় সেখানে খাদ্য বস্ত্রের অভাব তীব্রভাবে দেখা দিবে। বৈদেশিক সাহায্য ইয়াহিয়া খান বন্ধ করে দিয়ে বাঙালীদের দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। ভারত থেকে সাহায্য বন্ধ করবে প্রথমেই। এর উত্তর পশ্চিম বাংলা ও ভারত কী ভাবে দেবে সেটা ভাবা দরকার। অজস্র শরণার্থী আবার আসতে শুরু করতে পারে—কেবল হিন্দুই নয়, বিপন্ন মুসলমানেরাও ভারতে এসে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারে। এসব পরিস্থিতির জন্যও আমাদের তৈরি থাকতে হবে। ব্যাপারটি ভারতের পক্ষেও সামান্য নয়, ভারত এ ক্ষেত্রে উদাসীন থাকতে পারে না।

হকি লীগ শেষ
আকর্ষণ বেশী ছিল না : মান উঁচুতে ওঠেনি

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার ২৬ মারচ প্রথম ডিভিসন হকি লীগ শেষ হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান এবং রানার্স ইস্টার্ন রেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন। প্রথম ডিভিসন থেকে নেমে গেল আরমেনিয়ানস ও পুলিশ। উল্লেখ্য, ১ ফেব্রুয়ারি প্রথম ডিভিসন খেলা আরম্ভ হয়েছিল।

হকি লীগ এবার জমেনি। মাঠের দর্শক সমাগম থেকে একথা বলছি খেলার মান দেখেও। সবচেয়ে বড় খেলা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানেও তেমন দর্শক দেখা যায়নি। বৃহস্পতিবার লীগ জয়ের খেলাটিতে সেই হাল। ই আর এ এ ও জনপ্রিয় ক্লাব মোহনবাগানের খেলায় খুবই কম দর্শক সমাগম। এর কারণ কি?

বি এইচ এ এবার তাড়াহুড়া করে লীগ শেষ করেছে। মোট ৫৪ দিনের মধ্যে দিন দশেক খেলা বন্ধ গেছে। বি এইচ এর সহ-সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের মৃত্যুর জন্য ৭ দিন ও খুচরো নানা কারণে প্রায় তিনদিন লীগ খেলা বন্ধ ছিল। ধরতে গেলে ৪৪ দিনে প্রথম ডিভিসনের ১৭১টি খেলা শেষ হয়েছে। এছাড়া বাংলা দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও নানা গণ্ডগোলের জন্যও শহরতলীর ক্রীড়ামোদীরা ঝুঁকি নিতে হকি খেলা দেখতে আসেনি।

খেলার মানও উন্নত ছিল না সেকথা আগেই বলেছি। এবারও অনেক বাইরের খেলোয়াড় কয়েকটি নামকরা দলে খেলেছে। তবে কারও খেলা তেমন চোখে পড়ল না। মোহনবাগানে অতীতের খ্যাতনামা রূপসিং-এর পুত্র ভগত সিং, নুব্বাইয়া ভূপালের রসিদ আলি; ইস্টবেঙ্গলে নরসিং প্রসাদ ও শিব দত্ত; মহমেডান স্পোর্টিং-এ তেওয়ারি ও মহম্মদ বিন হাসান কেউই সুবিধে করতে পারেননি। তবু এঁদের মধ্যে মহীশূরের সুব্বাইয়া কাজ চালিয়েছেন। পুরানোদের মধ্যে মোহনবাগানের হাফ রাজকুমারের খেলা এ মরশুমে খুবই ভাল হয়েছে। বড় খেলাগুলিতে তাঁর দৃঢ়তা ও চাতুর্য দেখতে পেয়েছি। কিন্তু পুরোভাগে ইস্টবেঙ্গলের গোবিন্দ, চাঁদ সিং; মোহনবাগানের তৌফিক শের খাঁ, সাবির হক, অশোক...কাছে আমরা আরও বেশী কিছু আশা করেছিলাম। ইস্টবেঙ্গলের ব্যাক জারনেলের খেলার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয়নি। মোহনবাগানে এরিয়ান থেকে আগত সেন্টার ফরোয়ারড অমিত দাসগুপ্তকে দুর্বল টীমের বিপক্ষে মোহনবাগান ক্লাব কয়েকটি খেলার সুযোগ দেন। সেই সুযোগে তিনি কাজে লাগান। ১৩টি গোলের মধ্যে ৩টি হ্যাটট্রিক করেন। কিন্তু বড় ম্যাচে অমিত দাসগুপ্তের খেলার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ মোহনবাগান ক্লাব হয়ত তাঁকে টীমে নিতে ভরসা পায়নি। কিন্তু মনে হয়, তাঁকে বড় খেলায় সুযোগ দিলে অমিত সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারতেন।

সর্বোচ্চ গোলদাতা

সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরব অর্জন করেছেন ইস্টবেঙ্গলের সেন্টার ফরোয়ারড গোবিন্দ। তিনি মোট ১৪টি গোল করেছেন। তারপরই ই আর এ এ ইক্রামুরের নাম। ইক্রামুরের জন্য ই আর এ এ কমপক্ষে ছয়টি ম্যাচ জিতেছে। রেলের ইক্রামুর এ বছর খুব খেটে খেলেছেন। এখনও তাঁর খেলায় জলুস আছে।

ফাইনালে লীগ টেবল

	খে	জ	ড	প	স্ব	বি	প
মোহনবাগান	১৮	১৫	৩	০	৫৫	১	৩৩
ই আর এ এ	১৮	১৪	৪	০	২৪	১	৩২
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১২	৪	২	৩৫	৪	২৮
বি এন আর	১৮	১১	৬	১	২২	৩	২৮
মহঃ স্পোরটিং	১৮	৮	১০	০	১১	২	২৫
পোরট কমিঃ	১৮	৮	৫	৫	২১	১১	২১
কাসটমস	১৮	৪	১২	২	১১	৩	২০
এনটালি	১৮	৪	১০	৪	৬	৯	১৮
এলেঃ রেমনড	১৮	৪	৯	৫	৬	৭	১৭
খালসা ব্লুজ	১৮	৩	৯	৬	১০	১৯	১৫
ই আর এ সি	১৮	৪	৭	৭	৫	১২	১৫
রাজস্থান	১৮	১	১২	৫	২	৭	১৪
গ্রীয়ার	১৮	৩	৮	৭	৭	১৭	১৪
ডবলিউ বি পুলিশ	১৮	২	১০	৬	২	১৬	১৪
এরিয়ান	১৮	২	৯	৭	৫	২০	১৩
স্পোরটিং ইউঃ	১৮	২	৭	৯	৫	২৪	১১
উয়াড়ি	১৮	০	১০	৮	৪	২৩	১০
আরমেনিয়ানস	১৮	১	৬	১১	২	২৭	৮

হ্যাটট্রিক ও উল্লেখযোগ্য গোলদাতা

অমিত দাসগুপ্ত (মোহনবাগান) ৩টি হ্যাটট্রিক—মোট গোল ১৩; গোবিন্দ (ইস্টবেঙ্গল) ১টি হ্যাটট্রিক—মোট গোল ১৪; ইক্রামুর (ই আর এ এ) মোট গোল ১৫; তৌফিক শের খাঁ (মোহনবাগান) মোট গোল ১৩; ওয়ারড (পোরট কমিঃ) ও বারিন্দর সিং (খালসা ব্লুজ) ১টি করে হ্যাটট্রিক।

গোল শূন্য খেলা

বোমবাই, ২৬ মারচ—আজ এখানে গোলড কাপ হকি প্রতিযোগিতার তিনটি খেলাই অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। মহীশূর একাদশ বনাম ইয়ং স্পোরটস, ভিলাই স্টীল বনাম সেনট্রাল ব্যাংক এবং আর্মি সাপ্লাই কোর নরথ বনাম সাউথ সেনট্রাল রেলের খেলা অতিরিক্ত সময়ে খেলানো সত্ত্বেও কোন দল গোল করতে পারেনি।

মোহনবাগানের বোমবাই যাত্রা

হকি লীগ বিজয়ী মোহনবাগান টীম শনিবার বেলা ১০-৪০ মিঃএ ৬৭ আপে গোলড কাপ খেলার জন্য বোমবাই অভিমুখে রওনা হবে। অম্বিকা ব্যানারজি দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন।

মহমেডান শেষ খেলায় বিজয়ী

মহমেডান—১ : ই আর এস সি—০
(হায়দার)

শুক্রবার সি এফ সি মাঠে প্রথম ডিভিসন হকি লীগের শেষ খেলায় মহমেডান ১—০ গোলে ই আর এস সিকে হারিয়ে অপরাজিত থেকে ২৫ পয়েনট করে লীগের পঞ্চম স্থান অধিকার করে। ই আর এস সি ১৫ পয়েনট সংগ্রহ করে লীগ শেষ করল।

খেলায় মহমেডান দলের আধিপত্য থাকলেও প্রথমার্ধের খেলায় মহমেডান কোন গোল করতে পারে না। দ্বিতীয়ার্ধে ১৫ মিনিটে মহমেডানের সেন্টার ফরোয়ারড হায়দার বিপক্ষ দলের গোল মুখে জটলার থেকে বল পেয়ে জয়সূচক গোল করেন।

মহমেডান : এম আর খান, ইনসান আলি ও গিলবারট, জাকি, সুলেমান ও সাবির; তেওয়ারি, মহম্মদবীন হাসান, হায়দার, হাসান এলাহি ও ওমপ্রকাশ।

ই আর এস সি : এ বসু, এফ মাকরাহান ও এফ হক, সি জেংড়ো, আর গাঙ্গুলী ও এস ঘোষ, এস সিং, এ সেনগুপ্ত, এন হক সি এক্কা ও এ সরকার।

আমপায়ার :—বরীন মিত্র ও এস ঘটক।

ক্রেজিয়ার ও আলী সাসপেনড

নিউইয়রক, ২৫ মারচ—বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিযোদ্ধা জো ফ্রেজিয়ার ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আলী বা কেসিয়াস ক্লেকে গত ৮ মারচের লড়াইর পর আহত হওয়ার জন্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেনড করা হয়েছে। নিউইয়রক স্টেট কমিশনের ডাক্তার ডাঃ এডউইন ক্যাম্পবেল এই সংবাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, কমিশনের আইনে আছে যে, আহত মুষ্টিযোদ্ধারা অল্প আহত হলেও সাসপেনড হবে।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ ক্যাম্পবেল অস্বীকার করেন যে, জো ফ্রেজিয়ারের মাথায় আঘাত লেগেছে। তিনি বলেন, "তাই যদি হত, আমি সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রেজিয়ারকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতাম।"

বাঙ্গালোরের এ এস সি সেনটার সেমি-ফাইনালে

কোচিন, ২৬ মারচ—বাঙ্গালোরের এ এস সি সেনটার (সাউথ) ২—০ গোলে পাঞ্জাব পুলিশকে হারিয়ে নেহরু ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ওঠে। বিজয়ী দলের শঙ্করন কুট্টি নিজেই প্রতি অর্ধে একটি করে গোল করেন। তাঁর শেষের গোলটি দর্শনীয় হয়।

—ইউ এন আই

কলকাতা রেস
অশ্বঘোষণা

অশ্বঘোষ

১ম বাজী ॥ ক্যাকং ডে, রোহিনী।
২য় বাজী ॥ এ্যানজেলস মাউনট, মেঘনী জান।
৩য় বাজী ॥ হু ইজ শী, ট্রিগার।
৪র্থ বাজী ॥ মাইটী এ্যাবট, গডেস অফ লাক।
৫ম বাজী ॥ হাইব্রো ফয়েল, গোলডেন ফরেজ।
৬ষ্ঠ বাজী ॥ ইরোরস, টুলি, জেম অফ জেমস।
রেস আরম্ভ বেলা ২-৩০ মিনিট।

নরদারন রেলের প্রথম ইনিংসে ৮০৪ রান

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—পাঁচদিনব্যাপী আন্তঃ রেল ক্রিকেট ফাইনালের তৃতীয় দিনে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নরদারন রেলের প্রথম ইনিংসে রেকরড সংখ্যক ৮০৪ রানের উত্তরে ওয়েসটারন রেল দল ২ উইকেটে ৮৫ রান করে। ১৯৬৫ সালের আন্তঃ রেল ফাইনালেও নরদারন রেল ওয়েসটারন রেলের বিপক্ষে বিপুল সংখ্যক ৭১১ রান তুলেছিল।

চারজন ব্যাটসম্যান গুলাম মুরতাজা (১৪১), হায়দার আলি (১২০), হারলড ঘোষ (১৭৪) ও গৌরী মজুমদের (১০৩) জন্য নরদারন রেলওয়ের রেকরড সংখ্যক রান ওঠে। এই রান সংখ্যার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ওয়েসটারন রেল বিপর্যয়ের সম্মুখে পড়ে এবং ৩২ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট হারায়। দলের এস ধারসে ও মানেকশ দলের পতন সাময়িকভাবে রোধ করেন। ধারসে ২৯ রানে এবং মানেকশ ৩১ রানে এবং মানেকশ ৩১ রানে অপরাজিত আছেন।

রবি ব্যানার্জির সেনচুরি

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার ইডেনে প্রথম ডিভিসন ক্রিকেট লীগের প্লে অফ কোয়ারটার ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে কালীঘাট ৩৬৯ রানে ইনিংস শেষ করে। রবি ব্যানারজি ১২৩ রান করে সেনচুরি করেন। বৃহস্পতিবার কালীঘাট ৮ উইকেটে ২৩৪ রান তুলেছিল। এরিয়ান এই রানের উত্তরে খেলতে নেমে ২ উইকেটে ১২৩ রান করে, এ ভট্টাচার্য ৪৪ ও এ দাস ১৫ রানে নট আউট আছেন।

কালীঘাট—৩৬৯ (রবি ব্যানারজি ১২৩, বি কোলে ৬২ রানে ৫ উইঃ)।
এরিয়ান—২ উইঃ ১২৩ (এ ভট্টাচার্য ৪৪ নট আউট, টি চক্রবর্তী ৩৮, এ দাস ১৫ নট আউট)।

শনিবারের ক্রিকেট খেলা

প্রথম ডিভিসন লীগ প্লে অফ কোয়ারটার ফাইনাল : কালীঘাট : এরিয়ান (ইডেন তৃতীয় দিন)

সিনিয়র ডিভিসন নক আউট—সেমিফাইনাল : ইস্টবেঙ্গল : বি এন আর (কালীঘাট)।

শনিবারের হকি খেলা

কাইজার কাপ—বি ই কলেজ : টিভোলি সাইডারস (গ্রীয়ার), বেঙ্গল ইউনাইটেড : গড়িফা ইউনাইটেড (বি জি প্রেস, ওয়াই এম সি এ কলেজ : এ জি সি স্কুল (ওয়াই এম সি এ), দুর্গাপুর স্টীল ও ক্যালকাটা পারশী (রেনজারস), সাউথ উইনড এস সি : রোভারস (জেলিয়াটোলা)।

তৃতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়নশিপ : তালতলা ইন : ক্যালকাটা অ্যাডভান্স (ইস্টবেঙ্গল)।

রাজ্য ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিনটন অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে আগামী ৭ এপ্রিল থেকে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। যোগদানের শেষ দিন ৩ এপ্রিল। বিশেষ বিবরণের জন্য শ্রীঅমিয় চ্যাটারজির কাছে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এতে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ৭টা ৩০ মিনিটের মধ্যে খোঁজ নিতে হবে।

খেলার মাঠের খেলায়

ভারতীয় ক্রিকেট দল বারবাডোজে

বারবাডোজ, ২৫ মারচ—ওয়েসট ইনডিজ ভ্রমণকারী ক্রিকেট দল বারবাডোজ এসে পৌঁছিয়েছে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এইখানেই কিংসটন ওভালে চতুর্থ ক্রিকেট টেসট ম্যাচ শুরু হবে। ২৭ মারচ থেকে বারবাডোজ দলের সঙ্গে ভারত চারদিনব্যাপী খেলা আরম্ভ করবে।

বেদী ও প্রসন্ন খেলবেন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকার বলেছেন, 'বিষেণ সিং বেদী ও ই প্রসন্ন চতুর্থ ক্রিকেট টেসট ম্যাচে ভারতের পক্ষে খেলবেন।'

ওয়েসট ইনডিজের মধ্যে কোন বোলারকে খেলতে ভয় করে জিজ্ঞাসা করা হলে ওয়াড়েকার বলেন, 'ভাল ব্যাটসম্যান কখনও ভাল বোলারের বিরুদ্ধে খেলতে ভয় পায় না। তবে ওয়েসট ইনডিজ দলে মধ্যে টেসট ম্যাচে নরিগাই ভাল বল করেছেন'।

ওয়েসট ইনডিজ দলের অধিনায়ক গারফিলড সোবারস ও টেসট খেলোয়াড় কিথ বয়েসও ভারতীয় দলের সঙ্গে একই বিমানে বারবাডোজে এসেছেন। —রয়টার

৩৬০০০ টাকা সংগৃহীত হয়েছে

জর্জ টাউন, ১৫ মারচ—বোরডা মাঠে ভারতীয় ক্রিকেট দল যে দুটি ম্যাচ খেলেছে তাতে উদ্যোক্তারা যে টাকা সংগৃহীত হবে [illegible] টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তাঁরা আশা করেছিলেন ৩১০০০ টাকা, কিন্তু পেয়েছেন ৩৬০০০ টাকা।

শেষ দিনে অর্ধেক মাঠই খালি ছিল, কিন্তু প্রথম তিনদিন মাঠে ১১০০০ দর্শক ছিল।

এই মাঠে পুলিশ প্রহরীও বেশী দেখতে পাওয়া যায়। মাঠের বাইরে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ছিল ও মাঠের ভিতরেই দর্শকদের সামনের অংশ পুলিশ বেষ্টনীতে ঘিরে রাখা হয়। খেলা চলার সময়েও মাঝে মাঝে দেখা গিয়েছিল ঘোড়সওয়ার পুলিশ মাঠের শেষ দিকে দর্শককে সংযত করছে। —রয়টার

ব্যাক-ফুট, ফ্রনট-ফুট এবং এল বি ডবলিউ সম্পর্কে ব্রাডম্যান

দিল্লি, ২৫ মারচ—অসট্রেলিয়া ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের চেয়ারম্যান স্যার ডন ব্রাডম্যান বলেছেন, অসট্রেলিয়া নো-বলের পুরনো ব্যাক-ফুট নিয়মে ফিরে যেতে পারে।

'আমি চিরদিনই বর্তমানের ফ্রনট-ফুট আইনের বিরোধী ছিলাম এবং অসট্রেলিয়ায় এ আইন ব্যর্থও হয়েছে'—বলেছেন স্যার ডোনালড।

ব্রাডম্যান আরও বলেছেন, আমাদের ক্রিকেট কনট্রোল বোরড ইতিমধ্যেই নীতিগতভাবে পুরনো ব্যাক-ফুট আইনে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বোলারদের পা-টানার বন্ধের কোন উপযুক্ত পরিপূরক আইন যদিও পাওয়া যায়নি, তবু পুরনো ব্যাক-ফুট আইনে ফিরে যেতে হবে। পরীক্ষামূলক আইন প্রবর্তনের মুখ্য কারণ ছিল বোলারদের পা-টানা বন্ধ করা। সে সমস্যা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

বি বি সির ক্রিকেট ভাষ্যকার ব্রায়ান জনস্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে স্যার ডোনালড আইন পরিবর্তনের এই ইঙ্গিত দেন।

বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে যে এল-বি-ডবলিউ আইন চালু রাখা হয়েছে ব্রাডম্যান তারও বিরোধী। তিনি বলেন, অসট্রেলিয়ায় অনেকেই মনে করেন, এই আইন বোলারদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বর্তমান আইনে রয়েছে—যদি ব্যাটসম্যান বল খেলার চেষ্টা করেন, তবে বল অফ স্টাম্পের বাইরে পিচ পড়লে ব্যাটসম্যানকে এল-বি-ডবলিউ আউট দেওয়া যাবে না। (ইচ্ছাকৃতভাবে প্যাড প্লে করলে অবশ্য আউট দেওয়া যায়)।

ব্রাডম্যান বলেন, এটা ১৯২০ সালের আইনেরই অনুরূপ। তবে নতুন সংশোধন হচ্ছে, যদি ব্যাটসম্যান বল না খেলার চেষ্টা করেন, তবে তিনি আইনের সাহায্য পাবেন না। তিনচার বছর আগের পুরনো আইনে অসট্রেলিয়া ফিরে যাবে বলে ব্রাডম্যান ইঙ্গিত দেন।

ব্রাডম্যান আশা করেন যে, এ বছর ইনটারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেনসে বোলারদের দৌড়ের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ব্রাডম্যানের মতে, মন্থরতাই বেশীর ভাগ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা ড্র হবার কারণ।

বাম্পার সম্পর্কে ব্রাডম্যান বলেন, সদ্য সমাপ্ত ইংলনড-অসট্রেলিয়া সিরিজে দুই পক্ষই সময় সময় বেশ বেশী বাম্পার ছেড়েছেন। তবে সমস্যা, বেশ বেশী কিনা সে কথা কে বিচার করবে?

তিনি আরও বলেন, কয়েক বছর আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেনস ঠিক হয়েছিল, অত্যধিক বাম্পার বল খেলোয়াড়দের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করে। এবং বহুত বামপারের আধিক্য না ঘটে, সে সম্পর্কে সব দেশই একমত হয়েছিলেন। স্যার ডোনালড বলেন, এ ব্যাপারে আমপায়ারদের কঠোর মনোভাব অবলম্বন করা উচিত।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

দি শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের সংস্থা)
টি এস এস 'স্টেট অফ বম্বে'
সংশ্লিষ্ট সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত জাহাজটি, জাহাজ ৩১শে মার্চ, ১৯৭১ পোর্ট ব্লেয়ার অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা ছিল, তাহা অনিবার্য কারণবশতঃ বাতিল করা হইল। পুনরায় ছাড়িবার দিন শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে।
ইচ্ছুক যাত্রিগণের এবং মালপ্রেরকগণের এই অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
১১, আর এন মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর
কঠিন কঠিন রোগ
আরোগ্যের জন্য ৭৭ বৎসরের এই চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসিত হউন।
যাঁদের শরীরে নানাপ্রকার বিকৃত ও সাদা দাগ, যাঁরা বাতরক্ত, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত তাঁরা স্থায়ী রোগমুক্তির জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন।
প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ
১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া-১
ফোন : ৬৭-২৩৫৯
শাখা—৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
(হ্যারিসন রোড)

চিফ ইনজিনিয়ারসহ তিনজন পদস্থ পৌর অফিসার সাসপেনড

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার কলকাতার পৌর অধিবেশন চিফ ইনজিনিয়া শ্রীসুধাংশু মিত্র, জল বিভাগের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ার শ্রীশ্যাম পাল এবং প্রজেক্ট ইনজিনিয়ার শ্রী এস. ভঞ্জ—এই প্রথম সারির তিনজন অফিসারকে সাসপেনড করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার শূর প্রস্তাবটি উত্থাপন করে অভিযোগ করেন, পলতার নূতন জল প্রকল্প করার যে চেষ্টা চলছে তাকে পণ্ড করার জন্য সজ্ঞানে এঁরা নাশকতামূলক কাজের তুল্য অপরাধ করেছেন।

সতর্কতার অভাবে পলতার নূতন প্রকল্পের যন্ত্রপাতিগুলি নাকি বৃহস্পতিবার রাত্রে গঙ্গার জোয়ারের জলে ডুবে যায়।

মেয়র প্রস্তাবটি ভোটে দিলে ফ্রনট সদস্যদের বিপুল সমর্থনে তা গৃহীত হয়। তবে বিস্তারিত না জেনে এবং আলোচনা না করে এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত নয় বলে কংগ্রেস পক্ষ নিরপেক্ষ থাকেন।

গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত পুলিশ ব্যারাকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার রাত্রিতে লড়াই প্রথম শুরু হয় বিভিন্ন শহরের পুলিশ ব্যারাকে। সেনাবাহিনী ব্যারাকগুলি ঘিরে ধরে পুলিশ ও ই পি আরের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিতে বলে। তাঁরা জবাব দেন যে, তাঁদের আই জি-র নির্দেশ ছাড়া তাঁরা তা কখনও করবেন না। সেনাবাহিনী তখন জোর করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে যায়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখনও কিন্তু গ্রাম বা ছোট ছোট শহরগুলির দিকে এগোবার চেষ্টা করেনি। তাঁরা প্রধানত বড় বড় শহরেই ব্যস্ত। কলকারখানা এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতেও সেনাবাহিনী রয়েছে।

শুক্রবার সীমান্তের কতকগুলি এলাকায় ওপারের কিছু বাঙালী যুবক এসে এপারের লোকজনদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র চায়। চায় গ্রেনেড ও বোমা। কিন্তু তাঁদের বিফল হয়েই ফিরতে হয়েছে। কারণ, আঞ্চলিক অধিবাসীরা কেউই গ্রেনেড ও বোমা দিতে পারেননি।

শুরু

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে দিন তিনচার আগে থেকেই এই ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তারও খবর পাওয়া গিয়েছে। তিনদিন আগে টিক্কা খাঁ পূর্ব পাকিস্তানের আই-জিকে ডেকে বলেন ঃ আপনি সব এস-পিকে নির্দেশ দিন তাঁরা যেন সেনাবাহিনীর লোকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দেয়। বাঙালী আই-জি সেই নির্দেশ মানতে অরাজী হন। তখন তাঁকে বলা হয়ঃ আপনি তাহলে পদত্যাগ করুন। আই-জি তাতেও অরাজী হন।

এই খবর আই-জি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেন। ফলে, পুলিশ এবং ই পি আরের কিছু লোক আগে থেকেই অস্ত্র নিয়ে ব্যারাক থেকে সরে যায়।

ইয়াহিয়ার মতে মুজিব নাকি রাষ্ট্রদ্রোহী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবেদন জানান। তিনি বলেন ঃ এই অবস্থার জন্য পাকিস্তান বিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাকামীরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

তিনি বলেন ঃ পাকিস্তানের অখণ্ডতা, ঐক্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সরকারের কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আগে প্রেসিডেনট দেশের রাজনৈতিক সংকটের ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য যে চেষ্টা করেছেন, তার বিশদ বিবরণ দেন।

প্রেসিডেনট ইয়া খাঁ বলেন, দেশে যে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সংবাদপত্রের উপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হোল।

প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ সকল দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা উদ্ভাবনে ব্যর্থতার জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে দায়ী করেন। —পি টি আই

স্থাপিত—১৯৩৪
আগ্রা হোটেল
১৬, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী-৬
ফোন : [illegible] : ৩ লাইন
আরামদায়ক ঘরোয়া পরিবেশ
আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা,
টেলিফোন সহ
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর।

ভারতের কাছে বাংলাদেশ কী চায়

পাক রাজনীতির ভাষ্যকার

ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারের প্রতিবাদে ঢাকা হাইকোরট আর সুপ্রিম কোরটের বাঙালী বিচারকেরা একজোগে পদত্যাগ করবেন। নতুন করে শপথ নেবেন।

কেননা ঢাকার সর্বশেষ খবর, ঢাকা হাইকোরটের বাঙালী প্রধান বিচারপতি জাসটিস সিদ্দিক ও সুপ্রিম কোরটের বাঙালী প্রধান বিচারপতি জাসটিস রহমানকে অনুরোধ করা হয়েছে তাঁরা যেন শেখ মুজিবরের জাতীয় সরকারকে "আইনত সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত বৈধ সরকার" বলে ঘোষণা করেন।

ইয়াহিয়া এ কাজ করলেন কেন? একি তাঁর মরীয়া শেষ কামড়? কিন্তু পারবেন কি? না। পারবেন না, যেহেতু বঙ্গবন্ধু মুজিবর আগেই জানতেন। দুর্যোগের আশংকা করে তিনি তাঁর নিজের সব নির্দেশ রেকরড করে রেখেছেন। নতুন নির্দেশও রেকরড করা হচ্ছে।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো-পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমীচক্র শেষ পর্যন্ত তাঁদের হীন পরিকল্পনাকেই কার্যকরী করতে উদ্যত হলেন। পরিকল্পনাটি হল ঃ দেশে বাঙালীদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গণতান্ত্রিক পথেই যদি শেখ মুজিবর রহমানের "ছয়-দফা" চালু হয়ে যায় তবে (ক) পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের দীর্ঘ ২৩ বছরের একচেটিয়া শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং (খ) উপরন্তু কেন্দ্রও বিশেষত "প্রতিরক্ষা" ও "পররাষ্ট্র" দফতর দুটোই নিয়ন্ত্রণ করার আইনসংগত অধিকারী হবে বাঙালীরাই। অতএব "বাংলা দেশ"কে রেখে বিশেষ আর কোন লাভ হবে না, তার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে আরও শক্তিশালী করে তারা কাশ্মীর "উদ্ধারের" চেষ্টা করে যাবেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ফৌজ পশ্চিমে ফিরে আসবে তাদের পেলে এই কাজে আরও সুবিধা হবে। ব্যর্থ হলে তারা একেবারে 'পোড়ামাটি' নীতি প্রয়োগ করে পূর্ববঙ্গ ত্যাগও করবেন।

এজন্যই সম্ভবত পাকিস্তান এয়ারফোরসের প্রধান এয়ারমারশাল রহিম খান গোপনে ঢাকায় উপস্থিত বলে শোনা যাচ্ছে। "বাংলা দেশে"র গণঅভ্যুত্থানকে রুখতে; শহরে, গঞ্জে, গ্রামে ফৌজ নামাতে নাকি সামরিক বিমানবহরকে নিয়োগ করা হতে পারে।

জঙ্গীশাহীর আরেকটি মতলব ঃ "বাংলা দেশ" ছাড়ার আগে সেখানে যত কারেনসি নোট চালু আছে সেগুলিকে "মূল্যহীন" বলে ঘোষণা করা; কারণ, এই সব নোটের পিছনে যে স্বর্ণমূল্যের সমর্থন দরকার হয় তা আছে পশ্চিম পাকিস্তানে রিজারভ ব্যাংকে।

এ ছাড়া, বিশেষ সূত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া যাচ্ছে ঃ

(ক) পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও সামরিক বিমানবহরের উচ্চপদস্থ দুজন বাঙালী অফিসার যথাক্রমে ব্রিগেডিয়ার করিম ও স্কোয়াড্রন লীডার মইনুল ইসলামের সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সামরিক হাইকমানডের ভয় ঃ এঁরা হয়তো গোপন সামরিক তথ্য "বাংলা দেশে" স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

(খ) ঢাকার ফৌজী ফাউনডেশনের ডিরেকটর অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী অফিসার লেঃ করনেল কালিমউল্লাহ "বাংলা দেশে" যত অবসর গ্রহণ করা সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন কর্মীরা আছেন তাঁদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

শেখ মুজিবরের ঘনিষ্ঠ মহলের খবর ঃ

(ক) শেখ মুজিবরের অন্তত দুজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি বেশ কয়েকদিন আগেই ব্যাংককে পৌঁছে গেছেন, যাতে তাঁরা সেখান থেকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে যেতে পারেন।

(খ) শেখ মুজিবর আশা করেন যে, বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানের দূতাবাসগুলিতে যে সব বাঙালী অফিসাররা আছেন, তাঁরা "বাংলা দেশ" স্বাধীন হলে বিদেশে স্বাধীন "বাংলা দেশের" প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দেবেন ও কাজ করবেন।

এ ছাড়া শেখ মুজিবর রহমান তাঁর দলের ঊর্ধ্বতন মহলে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, "বাংলা দেশ" স্বাধীন হলে নিকটতম প্রতিবেশী ভারত থেকে তাঁর ন্যূনতম প্রত্যাশা হবে ঃ

(ক) ভারত যেন অবিলম্বে স্বাধীন "বাংলা দেশ"কে স্বীকৃতি দেয়;

(খ) ভারতের উপর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিমান চলাচলের অনুমতি কোন কারণেই কোন দিন যেন দেওয়া না হয়;

(গ) **কাশ্মীর সীমান্ত থেকে ভারত যেন কিছুতেই চাপ না কমায়, বরং বাড়ায়;**

(ঘ) "বাংলা দেশে"র প্রতিবেশী বিহার ও আসাম রাজ্যে মুক্তি-সংগ্রামীদের প্রয়োজন হলে যেন আশ্রয় দেওয়া হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রচণ্ড হুমকি সত্ত্বেও "বাংলা দেশে"র একটি মানুষও যে জঙ্গীশাহীর অধীনে কাজে যোগ দেবে না তা সুনিশ্চিত।

পূর্ববঙ্গে জঙ্গীদাপট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আছে ঃ সর্বত্র কারফিউ, দেখামাত্র গুলি, ব্যাংক-বেতার বন্ধ, রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ, সরকারী কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগদানের আদেশ ইত্যাদি।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যায়, ঢাকা এবং আরও কয়েকটি স্থানে গতকাল মধ্যরাত্রির পর সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ঢাকায় সংঘর্ষ মারাত্মক। ঢাকায় ও চট্টগ্রামের পথে পথে লড়াই চলছে। এবং জনগণ সামরিক প্রশাসনের এই চ্যালেনজ মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর। পূর্ব পাকিস্তান

বাংলা দেশের ঘরে ঘরে উড়ছে

রাইফেলস এবং পুলিশ 'বাংলা দেশ'-এর স্বাধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জনগণ।

গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত দশ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার চালনা বন্দরে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসে পাঠানো হয়। তার ফলে পূর্ববঙ্গে পাক সেনার সংখ্যা দাঁড়ালো ৭০ হাজার। এই নতুন সৈন্য আসার পরই সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া কুমিল্লাতেও সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা যায়। কুমিল্লায় কয়েক ব্যক্তিকে গুলি করা হয়েছে। সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে কয়েক শ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

ব্যাপক হত্যাকাণ্ড

আগরতলার একটি সংবাদে বলা হয়, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছে।

আসাম-পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত থেকে বাঙালীপ্রধান পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর লোকদের সরিয়ে দিয়ে ওই বাহিনীর স্থানে পানজাবীপ্রধান নিয়মিত সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ চলছে—বার্তা প্রেরকের এই-ই অনুমান। যদিও কর্তৃপক্ষ বলেছেন, অবস্থা আয়ত্তে। সৈন্য, আধা সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালীদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লাঠি হাতে পুলিশদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্তব্যরত রাখা হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খাঁ ১৬ দফা সামরিক আইন জারি করে সমস্ত প্রদেশে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছেন। সভা শোভাযাত্রাও এর মধ্যে পড়েছে। সরকারী কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এই আদেশ অমান্য করলে তাদের সামরিক আইনে বিচার করা হবে।

ব্যাংকগুলিকে লেনদেন বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। আমানত, লকার পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আটকে রাখতে বলা হয়েছে।

ঢাকা ও তার চার দিকের এলাকায় ২৪ ঘণ্টার কারফিউ জারি করা হয়েছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করেছেন। সকালের সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। ভারতীয় সময় সকাল সাতটা পনের মিনিট থেকে বেতার স্তব্ধ আছে।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে কারফিউ সংবাদ ঘোষণা করে বলা হয়, কারফিউর সময় কাউকে রাস্তায় দেখতে পেলে সেনাবাহিনীকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। যে সমস্ত নাগরিকের কাছে অস্ত্র আছে, তাদের অবিলম্বে তা কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করতে বলা হয়েছে। যে-কোন আদেশ অমান্যে সর্বনিম্ন শাস্তি দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সেনাবাহিনী যে-কোন বাড়িতে ঢুকে তল্লাসী চালাতে পারবে।

কোন সংবাদ, দেওয়াল-পত্র বা পুস্তিকা কর্তৃপক্ষকে দিয়ে 'সেনসার' না করিয়ে প্রকাশ করা চলবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন সংবাদ বা মতামত পূর্ব অনুমতি ছাড়া প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ। টেলিভিশনে পাঠানো বা তারবার্তা বা অন্য কোনভাবে পাঠানো চলবে না।

অস্ত্র, লাঠি নিয়ে চলা ও পাঁচজনের বেশি একত্র চলা নিষিদ্ধ।

করাচি ও ঢাকার মধ্যে গতকাল থেকে বিমান চলাচল বন্ধ আছে। পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধই থাকবে। এই দুই দেশের মধ্যে টেলিপ্রিনটার লাইনও বন্ধ।

সামরিক নির্দেশে ঘরের বাইরে বা ভেতরে শ্লোগান দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। শেখ মুজিবরের 'জয় বাংলা' শ্লোগানটি লক্ষ্য করেই এই নির্দেশ।

পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলী সম্বন্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখার চেষ্টা করছেন।

আজ সকালে পাক বেতারে এক বিশেষ ঘোষণায় নূতন ও কঠোর সামরিক আইনের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, ঐ আইন অবিলম্বে কার্যকর হবে। এক ঘণ্টা পরে পাক বেতারের সংবাদ প্রচারের সময় নূতন বিধিনিষেধ সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সামরিক সংগীত বাজছে

পাকিস্তান বেতারের ঢাকা কেন্দ্র পাক সেনাদের দখলে যাওয়ার পর ঘনঘন সামরিক সংগীত বাজানো হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে সংগীত থামিয়ে কড়া সামরিক আইনের বিধি-বিধানগুলি প্রচার করা হচ্ছে।

স্বাধীন ঢাকা বেতার কেন্দ্রের শেষ ঘোষণা প্রচার করেছেন নাজমা আখতার। কিন্নরকণ্ঠী নাজমা আখতার তাঁর শেষ ঘোষণায় বলেছেন, সেনাবাহিনী বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠেছে। বাংলা দেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য আরও রক্ত দেবেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যাবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু শাসকবর্গ ইসলামের নামে বাংলা দেশের জনগণের উপর এই অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে।

হাজার হাজার গ্রামবাসীর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ

খবর পাওয়া গেল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা ক্যানটনমেনট এলাকা ও রংপুর শহরের রাস্তায় রাস্তায় পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে জোর প্রতিরোধ করার জন্য হাজার হাজার গ্রামবাসী আওয়ামি লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এবং ঐ সব গ্রামবাসীরা বর্শা, লাঠি, দাও প্রভৃতি যে কোন প্রকার অস্ত্র নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুজিবরই দায়ী

—ভুট্টো

কলমবো, ২৬ মারচ—পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পারটির চেয়ারম্যান শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো আজ এখানে বলেন যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট মোচনের জন্য ঢাকা বৈঠকে কোন মীমাংসা না হওয়ায় তিনি নৈরাশ্য বোধ করছেন। তিনি বলেন, আওয়ামি লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমন বেপথ নেন, সেই জন্যই এই আলোচনা ফেঁসে যায়।

পাকিস্তানী ইনটারন্যাশনাল এয়ারলাইনস এর একটি বিমানে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরার পথে শ্রী ভুট্টো সিংহলের বন্দরনায়ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে ঐ কথা বলেন। —পি টি আই

হে বিশ্ববাসী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাব, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট আহ্বান জানাব, আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ থাকবেন না। আসুন সাড়ে সাত কোটি এই পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের বাঁচাবার জন্য; আপনারা আমাদের সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হোন। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাই, আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন। হে বিশ্বের অধিবাসী! তোমরা শোন, তোমরা দেখ, কীভাবে এই গণবিরোধী শক্তি, এই শোষকশ্রেণীর প্রতিভূ, এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা চুপ করে থাকবেন না; আসুন আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। বন্ধুগণ, আমি সারা বাংলার, স্বাধীন বাংলার জনগণের কাছে আহ্বান জানাব, বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদের শরিক করুন। এবং হানাদার দুষমনদের খতম করুন। যেখানে যে যে অবস্থায় আছেন, যাঁর হাতে যে অস্ত্র আছে সে অস্ত্র তুলে নিন। মা-বোন, বাপ-ভাইয়েরা বসে থাকবেন না। রাস্তায় বাহির হোন এবং সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে শত্রু সেনাদের ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন, আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাকে মুক্ত করুন। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে, এদিন আর সুদূর পরাহত নয়। পরিশেষে আমি জনগণকে আহ্বান জানাব, এই দেশ—এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্দেশে পরিচালিত হতে। অন্য কারো নির্দেশ বাঙালীরা কোন দিন বরদাস্ত করবে না, এবং কোন মারশাল ল' বাঙালীরা মানে না। আমি আহ্বান জানাব বাংলার প্রতিটি নরনারী সকলের কাছে, আপনারা মারশাল ল' মানবেন না। মারশালের কোন আইনই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক, স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা! স্বাধীন বাংলা!! জয় বাংলা!!!

বর্ধমান জেলায় বাস ধর্মঘট

বর্ধমান, ২৬ মারচ—বর্ধমান জেলার প্রায় ৪০০ বেসরকারী বাসের ২০০০-এরও বেশি ধর্মঘট আরম্ভ করেছেন।

মঙ্গলবার নিকটবর্তী ভাণ্ডারডিহিতে যাত্রীরা কয়েকজন বাস কর্মীকে প্রহার করেন বলে অভিযোগ করা হয়। তার প্রতিবাদে এই ধর্মঘট।

বাসমালিক ও কর্মীদের মুখপাত্রেরা বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্মীদের নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস না দেওয়া পর্যন্ত এই ধর্মঘট চলবে। —ইউ এন আই

ডাকোটা বিমান নিখোঁজ

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার রাত্রে কলকাতায় আসার পথে একটি ডাকোটা বিমান নিখোঁজ হয় বলে খবর।

বিমানটি একটি প্রাইভেট কোমপানির। গৌহাটি থেকে রওনা হওয়ার পর রাত ১০টা ৫২ মিনিটে এর দমদমে নামবার কথা ছিল।

রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত বিমানটির সঙ্গে কোন যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে অসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানান।

গোমিয়াতে বিস্ফোরক পদার্থের কারখানায় ধর্মঘট

হাজারিবাগ, ২৬ মারচ—এখান থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে গোমিয়াতে বিস্ফোরক পদার্থের কারখানার ১৮০০ কর্মীর এক বিরাট অংশ গতকাল মধ্যরাত্রি থেকে চার দফা দাবির ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। —পি টি আই

ডাঃ হিমাংশু দাসের লোকান্তর

গত ১৫ মারচ প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ হিমাংশুকুমার দাস তাঁর চ্যাটারজি লেনস্থ (কলকাতা—১২) বাসভবনে পরলোকগমন করেন। ডাঃ দাস কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন কাউনসিলার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। তিনি অকৃতদার ছিলেন, তাঁর বৃদ্ধা মাতা বর্তমান। আজ নিজ বাটিতে তাঁ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইবে।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]

আলোচনা সভা—৪টায় ২০১-এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, বিষয়—নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ। **মধ্য কলকাতা নববর্ষ** উৎসব সমিতি—৬টায় ১৯ কেশব সেন স্ট্রীটে অরোরা সমাজ ভবনে সাধারণ অধিবেশন। **বলরাম মন্দির (রামকান্ত বসু স্ট্রীট)**—৬-১৫ মিনিটে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দজীর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব" আলোচনা।

বাড়ী বিক্রয়

কমার্শিয়াল অফিস, ব্যাঙ্ক এমন কি হোটেলের জন্যও উপযোগী, ব্রাবোর্ন রোডের নিকট মেন রোডে অবস্থিত, একটি ডীপ টিউবওয়েলসহ যাবতীয় আধুনিক সুবিধাদি সমন্বিত একটি বৃহৎ বহুতলবিশিষ্ট নূতন বিল্ডিং বিক্রয় হইবে। আগ্রহী পক্ষগণ লিখুন, বক্স নং ৪৬২৬, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১। (প্র)

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক

(হেড অফিস ঃ কলকাতা)

ব্যাঙ্কের দুটি নতুন শাখা

নিম্নোক্ত স্থানে খোলা হচ্ছে

১। গড়্বাপ
(হুগলি জেলা)
(পশ্চিমবঙ্গ) ২৭-৩-৭১ তারিখে

২। ধুবড়ি
(গোয়ালপাড়া জেলা)
(আসাম) ২৯-৩-৭১ তারিখে

শাখা দুটিতে ব্যাঙ্কিং-এর সকল সুবিধা পাওয়া যাবে।

কৃষি সংবাদ

তুলা চাষে রোগ ও পোকা আক্রমণের প্রতিকার

তুলা গাছে কোথাও কোথাও পোকা ও রোগ দেখা দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তার মধ্যে গোড়া পচা, পাতায় দাগ ধরা এবং মাকড়ের আক্রমণই বেশী হয়েছে।

গোড়া পচা ও পাতায় দাগ ধরার জন্য ৮৩ শতাংশ ক্যাপটান (১ কেজি) অথবা ৫০ শতাংশ তামাঘটিত ওষুধ (১২ কেজি) একর প্রতি ৩৫০ লিটার জলে গুলে এখনই পাতায় এবং গাছে ভালভাবে ছিটিয়ে দিন এমনভাবে ছেটাবেন যাতে গাছের গোড়ার মাটিও ভিজে যায়। বিকেলের দিকে ওষুধ ছিটান উচিত।

মাকড়ের আক্রমণে সাধারণতঃ পাতা ওপরের দিকে কুঁকড়ে যায়। পাতার নীচে ছোট ছোট মাকড়সার জালও দেখা যায়। এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে তাড়াতাড়ি একর প্রতি ১ কেজি জলে গোলা গন্ধক ৩৫০ লিটার জলে গুলে ছিটিয়ে দিন।

একই জমিতে পোকা ও রোগ দেখা দিলে ওপরের দুরকম ওষুধ একসাথে মিশিয়েও ছিটাতে পারেন।

কোন অসুবিধা হলে স্থানীয় কৃষি কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বিঃ ১১১৬(৪)/৭১

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড

(রিফাইনারিজ ডিভিসন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াস্থ হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের জন্য নিম্নোক্ত কাজের নিমিত্ত সুদৃঢ় কারিগরি ও আর্থিক সংগতিসম্পন্ন অভিজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিসন), হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট পক্ষে সীলকরা আইটেম রেট টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের নাম	টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য	বায়নার পরিমাণ
হলদিয়া রিফাইনারি টাউনশিপের ২০৮টি আবাসিক কোয়ার্টার্স এবং ২টি প্রাইমারি স্কুল বিল্ডিং-এর অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতীকরণ	১৫, টাকা (পনের টাকা)	৭৫৬৭, টাকা (সাত হাজার পাঁচ শত সাতষট্টি টাকা)

ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদিগকে অন্যনিরপেক্ষভাবে কাজ হ্যাণ্ডেল করিতে সমর্থ হইতে হইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্র অফেরতযোগ্য ১৫, টাকা (পনের টাকা) আদায় দিয়া ২৯-৩-৭১ তারিখ হইতে ১২-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিসের কাজের সময় নিম্নোক্ত অফিসসমূহ হইতে পাওয়া যাইবে। উক্ত টাকা নগদে বা মনিঅর্ডারযোগে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠাইতে হইবে।

১। দি চীফ এঞ্জিনিয়ার
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোঃ লিঃ
(আর ডি)
পোঃ অঃ হলদিয়া
জেলা মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ

২। দি ম্যানেজার (এ অ্যাণ্ড টি)
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোঃ লিঃ
(আর ডি)
৯, সৈয়দ আমির আলি অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১৭
পশ্চিমবঙ্গ

যে সমস্ত ঠিকাদার প্রামাণিক কাগজপত্র দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের এই ধরনের কাজের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এবং উহার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থাদি আছে, কেবল তাঁহাদিগকেই টেণ্ডারের কাগজপত্র ইসু করা হইবে।

টেণ্ডার হলদিয়াস্থ চীফ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে ১৯-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বিকাল ৪টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সম্মুখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন খোলা হইবে। প্রাইস সেকশন খোলার তারিখ পরে জানান হইবে।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অথবা কাজের কেবল একটি অংশ বরাদ্দ করিবার অথবা দুই বা তিনজন ঠিকাদারের মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া দিবার অধিকার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের রহিল।

(৪৪৩০)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 13

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 × 10 cms, indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes), 26th April, 1971 (11th May, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Posts at S. Nos. 14 and 15 and one post at S. No. 13 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 2 and 11 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 and one post at S. No. 13 temporary but likely to continue indefinitely. Post at S. No. 8 temporary but likely to continue. Post at S. No. 12 temporary but likely to be retained on long term basis. Post at S. No. 7 temporary.

Posts at S. Nos. 4 and 9 reserved for Scheduled Castes candidates. Posts at S. No. 13 reserved for Scheduled Castes candidates, if such suitable candidates are available; otherwise to be treated as reserved for Scheduled Tribes candidates. These posts are to be treated as unreserved if suitable candidates from the reserved communities are not available.

One post at S. No. 1 reserved for Scheduled Tribes candidate. Post at S. No. 7 reserved for Scheduled Castes candidate, if such suitable candidate is available; otherwise to be treated as reserved for Scheduled Tribes candidate. These posts are not to be treated as unreserved if suitable Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates are not available.

Post at S. No. 3 reserved for Scheduled Tribes candidates. Post at S. No. 10 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which for Scheduled Castes candidates. Candidates belonging to reserved communities need only apply for these posts.

1. **Two Joint Directors, Research & Development Organisation for Electrical Industry, Ministry of Industrial Development & Internal Trade.** Pay Rs. 1300—60—1600. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Electrical/Electronic/Mechanical Engineering of a recognised university/institution or equivalent. (ii) About 12 years' experience in a technical organisation or industrial concern of repute including five years' experience in research/development/design/manufacture in the following fields—(*one post*) Large turbogenerators, and (*other post*) Steam turbines, Heat exchangers, Condensors, etc. (iii) Administrative experience with ability to organise teams for research and development projects.

2. **One Senior Scientific Officer, Grade II, Explosives Research & Development Laboratory, Poona, Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—40 800—50—950. Age preferably below 30 years. Qualifications essential (i) Second class Bachelor's degree of a recognised university in Chemical Engineering; *Or* Second class Master's degree in Chemical Technology. (ii) About two years' experience in manufacturing process of light organic/inorganic chemicals, design and production of pilot plants.

3. **One Senior Technical Assistant (Agricultural Implements), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Agricultural/Mechanical Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in designing, manufacture, standardisation and popularisation of improved agricultural implements.

4. **One Divisional Medical Officer (Physician—Cardiology), Ministry of Railways (Railway Board). Indian Railway Medical Service Class I.** Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1300 plus restricted non-practising allowance @ 35% of pay subject to a maximum of Rs. 400 p.m. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-graduate qualifications such as M.D. (General Medicine), M.R.C.P. (General Medicine) or equivalent. (iii) Five years' practical experience after post-graduate degree in an established Cardiac Unit of a large hospital.

5. **One Senior Scientific Officer, Grade I, Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Delhi, Ministry of Defence.** Pay Rs. 700—50—1250 plus non-practising allowance @ 25% of pay subject to a maximum of Rs. 400 p.m. Age preferably below 40 years. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 4 above. (ii) About four years' experience of neurophysiological work.

6. **One Associate Professor of Psychiatry, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Specialists' Grade of Central Health Service Class I.** Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. plus special pay of Rs. 200 p.m. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 4 above. (ii) Post-graduate degree qualification in Psychiatry, e.g. M.D. with Psychiatry, M.R.C.P. with Psychiatry, D.P.M. or equivalent. (iii) About five years' experience as Reader/Assistant Professor in Psychiatry in a medical college/teaching institution after the requisite post-graduate qualification.

7. **One Assistant Mineral Economist (Intelligence), Indian Bureau of Mines, Ministry of Petroleum & Chemicals and Mines & Metals (Department of Mines & Metals).** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) Master's degree in Geology/Applied Geology or Degree in Mining Engineering of a recognised university or a Diploma of the Indian School of Mines & Applied Geology, Dhanbad or equivalent. (ii) About three years' experience in a Government or private establishment dealing with data relating to mines and minerals.

8. **One Lecturer in Chemistry, Tripura Engineering College, Tripura.** Pay Rs. 350—350—380—380—30—590—EB—30—770—40—850 (unrevised). Age 30 years and below. Qualifications essential: Second class Master's degree in Chemistry of a recognised university with Honours at the graduate level; *Or* First class Master's degree in Chemistry of a recognised university or equivalent.

9. **One Deputy Senior Marketing Development Officer (Fruit Products), Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Agriculture).** Pay Rs. 590—30—830—35—900. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Science (with Chemistry as one of the subjects) or Agriculture with a Diploma in Fruit Technology of a recognised university/institution. *Or* Degree in Technology or Chemical Engineering with Food/Fruit Technology as one of the subjects of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience in a responsible capacity in the processing of fruits and vegetables in a factory of repute and/or enforcement work under F.P.O.

10. **One Chemist, Directorate of Sugar & Vanaspati, Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Food).** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 40 years and below. Qualifications essential (i) M.Sc. degree in Chemistry/Applied Chemistry with specialisation in Oils and Fats, or a Degree in Oil Technology of a recognised university or equivalent; *Or* Degree in Science followed by a Diploma in Oil Technology of a recognised university/institution. (ii) About two years' practical experience in the analysis of vegetable oils and fats.

11. **One Senior Scientific Officer, Grade II, Directorate of Medical Sciences, Research & Development Organisation, Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age preferably below 30 years. Qualifications essential (i) Second class Master's degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) or equivalent of a recognised university. (ii) About two years' research experience in the analysis and guidance in statistical designing of medical/physiological problems as evidenced by published papers.

12. **One Assistant Director (Timber), National Buildings Organisation, Department of Works, Housing & Urban Development.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Degree or equivalent qualification in Forestry or Wood Technology of a recognised institution, *or* Diploma in Forestry of Forest Research Institute and Colleges, Dehradun, *or* Master's degree in Chemistry of a recognised university. (ii) Three years' experience in a responsible capacity in timber industry or a research institution working on problems connected with timber.

13. **Two Directors, Films Division, Ministry of Information & Broadcasting.** Pay Rs. 700—40—1100—50/2—1250. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About six years' experience of production of motion picture films in a reputed organisation. (iii) Knowledge of Indian history, culture and current affairs. *OR* (i) Degree/Diploma in Cinema (Direction) of a recognised university/institute or equivalent. (ii) About three years' experience in production of motion picture films in a reputed organisation. (iii) Knowledge of Indian history, culture and current affairs.

14. **One Administrative Officer, Office of the Superintending Engineer, Deep Sea Fishing Station, Bombay.** Pay Rs. 350—25—575. Age 30 years and below. Not relaxable for Government servants. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience of administrative, accounts and establishment work in a Government organisation or public board. (iii) Knowledge of Government rules and regulations.

15. **One Chief Superintendent of Government Hostels, Directorate of Estates.** Pay Rs. 380—15—530. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience in catering and hostel management including administrative experience in any Government office/reputed firms, restaurant or hotels.

CORRIGENDA

1. **One Assistant Military Estates Officer (Technical), Military Lands & Cantonment Service, Ministry of Defence.** Reference item 6 of Commission's Advertisement No. 9, published on 27.2.1971. It is notified for general information that the number of posts has since increased to three. The additional two posts are temporary but likely to continue. One of the additional posts is reserved for a Scheduled Tribes candidate, and the other is reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1.11.1962 and are later released/invalided owing to disability attributable to Military Service/due to be released, who alone need apply. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended up to 26.4.1971 (11.5.1971 from candidates residing abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied need not apply again.

2. Reference Part 'B' of Commission's Advertisement No. 12, published on 20.3.1971. For the first sentence substitute the following:

"A Special Recruitment will be conducted by the Union Public Service Commission for selection for appointment to vacancies in Services/posts (Class I & Class II) in various Ministries/Departments, which have been reserved for Graduate Engineers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1.11.1962 *during the Emergency* and have been released/invalided owing to disability attributable to military service till the end of 1970."

davp 560 (52)/70

সকলেরই পছন্দ-বাজারের সেরা
নাইলনের এয়ারকণ্ডিশন গেঞ্জী
গম্ভীর হোসিয়ারী মিলস্
২০৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
PHONE: 33-2387 :: PHONE: 33-6476

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

এই ঘি দিয়ে তৈরী খাবার খেলে মন খুশীতে ভরে যায়
লক্ষ্মী ঘি

বেতারবার্তা

শনিবার—২৭ মারচ

১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ রাজেন সরকার—ক্ল্যারিওনেট; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—খেয়াল: মোজুদ্দ হোসেন খাঁ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ জগন্নাথ মুখোঃ—ভক্তিমূলক গান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ প্রসাদ সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ কল্যাণী মজুমদার—লোকগীতি; ৮-১৫ গোরাচাঁদ মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ রুকমাবাঈ সেনগুপ্ত—খেয়াল; ৯-০০ বাংলা সংবাদ; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত: পরিবেশনা—'উদয় শিল্পী'; ১০-০০ ইন্দিরা চৌধুরী—সেতার; ১০-৩০ ফাল্গুনী মিত্র—আলাপ ও ধ্রুপদ; ১১-০০ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সঙ্কেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১-০০ সতাদেব পাওয়ার—বেহালা; ১-৩০ সুগম সংগীত—উমা শেঠ; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ গীটার; ২-০০ তাল্লাদ মামুদ—আধুনিক; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ একসপোরট ফ্রনট: (ইং বুলেটিন), রত্না সরকার (শরট ওয়েভে); ২-৩৫ হিন্দী কার্যক্রম; ২-৪৫ শান্তিপ্রিয় সেনগুপ্ত—আধুনিক (শরট-ওয়েভে): ৩-০০ বিশ্বনাট্য দিবস: ভারতীয় লোকনাট্য সম্পর্কে রূপক (বাংলা রূপান্তর); ৪-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সঙ্কেত, রুকমাবাঈ সেনগুপ্ত—খেয়াল; ৫-৩০ মহিলা মহল; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ রত্না সরকার—লোকগীতি; ৬-৪০ রবীন্দ্ররচনা পাঠ—কথিকা; ৬-৫০ পূর্ণিমা সেন—ভজন; ৭-০০ কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮-০০ বিচিত্রা: বাংলা রূপক; ৮-১৫ রবীন্দ্রসংগীত: পরিবেশনা—'উদয় শিল্পী'; ৮-৩০ আশুতোষ গুহ—লোকগীতি; ৮-৪৫ বাংলা নাটের নতুন ধারা: বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে বাংলা কথিকা—শম্ভু মিত্র, ফাল্গুনী মিত্র—ধামার (শরটওয়েভে); ৯-০০ প্রসাদ সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাংলা সংবাদ; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম, সং; ১১-০৫ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ: ১ম অধিঃ—৬-০০ সময় সঙ্কেত, বন্দেমাতরম্: আলোর গান, সুব্রত সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-০৫ দিনের আলো: শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে পাঠ; ৬-১০ রাগরঙ: পার্থ আনন্দমোহন চট্টোঃ—বেহালা; ৬-৩০ যুববাণী: (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো: গৌরাঙ্গ দেব—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান: দীপা রায়—অতুলপ্রসাদের গান ও দ্বিজেন্দ্রগীতি, কুমকুম দত্ত—রাগপ্রধান; দেবযানী বিশ্বাস—আধুনিক; ৭-০০ যুবসংবাদ: বাংলা সংবাদ; ৭-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ: অবকাশরঞ্জন: গৌরাঙ্গ দেব—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি: সুব্রত সেনগুপ্ত — রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী: গৌরাঙ্গ দেব—গীটার; ৭-২৫ দিগন্তের গান: সুলীনা দাশগুপ্ত—আধুনিক ৭-৩৫ ভারতীয় করব্যবস্থা কথাটা আসলে কী? বাংলা কথিকা—অমিত চট্টোঃ; ৭-৪০ বাংলা কথিকা/অবকাশরঞ্জন; ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮-০০ হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১-০০ সময় সঙ্কেত, সং; ১-৪০ লানচ টাইম ভ্যারাইটি—পপ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩-০০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫-০০ সময় সঙ্কেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মৌচোসুর: দেবযানী বিশ্বাস—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে: রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও নিজের লেখা থেকে আবৃত্তি—অশোক ঘোষাল; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ: গৌরাঙ্গ দেব—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ: বাংলা; ৫-৩৫ দেউল: কুমকুম দত্ত—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি: গৌরাঙ্গ দেব—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান: দীপা রায়—রবীন্দ্রসংগীত/অতুলপ্রসাদের গান; ৬-০০ ইং সংবাদ; ৬-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত; ৬-৩০ বাইরে দূরে: ট্রাভেলগ: ব্রজধাম দেখে এলাম—সত্যব্রত গঙ্গোপাধ্যায়; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা সুলীনা দাশগুপ্ত—আধুনিক, কুমকুম দত্ত—রাগপ্রধান, ৬-৫০ আমার প্রিয় গান: সংযোজনা—গোপা সেন; ৭-১০ রাগরঙ: পার্থ আনন্দমোহন চট্টোঃ—বেহালা; ৭-৩০ গানের বৈঠক: সুব্রত সেনগুপ্ত, সুলীনা দাশগুপ্ত—আধুনিক, কুমকুম দত্ত—গীত; দেবযানী বিশ্বাস—লোকগীতি ও শ্যামাসংগীত, দীপা রায়—দ্বিজেন্দ্রগীতি; ৮-০০ জগন্নাথ মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং) (দিল্লি থেকে); ৮-২৫ নির্মলা দেবী, ৮-৩০ রাজেন সরকার—ক্ল্যারিওনেট; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ, ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান: অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ পুস্তক পর্যালোচনা (ইং): ৯-৪৫ পিয়ানো আকর্ডিয়ন, ১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত: ১০-৩০ গোরাচাঁদ মুখোঃ—আধুনিক, ১০-৪৫ কল্যাণী মজুমদার—পদাবলী কীর্তন, ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—রাত ১১-১০ মিঃ।

খ: (সন্ধ্যায়)—৬-০০ ভি জি যোগ—বেহালা; ৬-৩০ লতাফৎ হোসেন খাঁ—খেয়াল, ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ সাঁওতালী অনুষ্ঠান; ৭-১৫ বিমল বাগচী—আধুনিক; ৭-৩০ মৌজুদ্দ-হোসেন খাঁ—ঠুংরি; ৭-৪৫ উৎপলা গোস্বামী—রাগপ্রধান; ৮-০০ সমাপ্তি।

আইন-আদালত

কেউ পুলিশ সাক্ষী দাঁড়াতে চাইছেন না

—হাকিম

"এটা জানা কথা যে, আজকাল কেউই পুলিশ তরফে সাক্ষী দাঁড়াতে চাইছেন না।" মন্তব্যটি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী আর পি রায় চৌধুরীর।

উত্তর কলকাতায় কারবালা ট্যাংক লেনে একটি পুলিশ গাড়ির উপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ এবং বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সংক্রান্ত মামলায় রায় দান প্রসঙ্গে ম্যাজিসট্রেট এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, স্থানীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে না পারাটা সরকার পক্ষের গৌরবের বিষয় নয়।

ম্যাজিসট্রেট এই মামলার আসামী ঝাকু ওরফে প্রসেনজিৎ ঘোষ ও অশোক ঘোষকে দুই বছর সদ্ভাবে থাকার প্রতিশ্রুতিতে ৫০০ টাকার মুচলেকায় মুক্তির আদেশ দিয়েছেন।

হত্যার দায়ে ৫ জন হাজতে আটক

২৩ মারচ বিকালে বিডন স্ট্রীটে মিনারভা থিয়েটারের সামনে ২০ বছরের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগে বিশ্বনাথ সরকার এবং আরও চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এইচ এস বাড়রি আসামীদের ৩১ মারচ পর্যন্ত পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

মহিলা আসামীর জামিন মঞ্জুর

টিটাগড়ে সুবোধ ও রামুর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত অন্যতম আসামী ননীবালা দের তরফ থেকে জামিনের আবেদন জানান হয়। ২৪ পরগনার দায়রা জজ শ্রী ডি সি চক্রবর্তী আসামীর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

কর্তব্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

গত ২০ মারচ—অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউটের বিবেকানন্দ হলে এক আলোচনা সভা হয়। কর্তব্য সম্পর্কে স্বামীজীর ধারনা উল্লেখ করে বক্তা শ্রীপবিত্রকুমার রায় বলেন, আত্মত্যাগ ও কল্যাণ বোধে উদ্বুদ্ধ সর্বপ্রকার নৈতিকতার ভিত্তি হল বৈরাগ্য। তিনি আরও বলেন স্বামীজীর দৃষ্টিতে কর্মযোগীর জীবন ধারা হবে নিঃস্বার্থ ও মুক্ত। স্বামীজীর মতে নৈতিকতার মূর্ত প্রতীক হলেন বুদ্ধ—জ্ঞান ও প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় তাঁর জীবনে। নৈতিকতার তত্ত্বগত আলোচনায় 'সুখবাদ', কৃচ্ছ্রতাবাদ' প্রভৃতি প্রশ্ন বক্তা তোলেন এবং প্রসঙ্গত কুমারিলভট্ট, প্রাভাকর, কান্ট ও অদ্বৈত্য বেদান্তের মোক্ষের কথা তিনি বলেন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

[মঙ্গলবার ১৩ই চৈত্র ১৩৪০, ইং ২৭-৩-৩৪]

ইউরোপ পরিভ্রমণে সুভাষচন্দ্র

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

মিউনিক, ২৫শে মার্চ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সভ্যতা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্প্রতি ইউরোপের নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি প্রাগ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন' তথায় তিনি ওরিয়েন্টাল কলেজের ইণ্ডিয়ান সেক্সনের উদ্বোধনী সভায় যোগদান করিবেন। —রয়টার

*

বাঙ্গলার পুরুষ সিংহ স্যার আশুতোষ

প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন

গত রবিবার কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উপর চৌরঙ্গীতে পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পরিচ্ছদ পরিহিত স্যার আশুতোষ উচ্চ বেদিকার দাঁড়াইয়া বিশাল বিশ্ব অবলোকন করিতেছেন—এই ভাবটি প্রতিমূর্ত্তিতে সুন্দররূপে প্রকট হইয়াছিল।......

*

দিল্লীতে মৌলানা সৌকত আলি

বড়লাট সন্দর্শনে

নয়াদিল্লী, ২৫শে মার্চ

মৌলানা সৌকত আলি অদ্য রাত্রিতে বোম্বাই মেলযোগে এখানে পৌঁছিতেছেন। প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্পর্কে তিনি একদল মুসলমানকে লইয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি কয়েকদিন মাত্র এখানে অবস্থান করিবেন। —এ পি

সোনা-রূপার দর

২৬ মারচ—আজ বাজার বন্ধের সময় সোনা ও রূপার দর নিম্নরূপ ছিল—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান. ১০ গ্রাম)	২০১্
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৯১্
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭৬্
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫৮০।৫০

ইউনিটের দর

বোমবাই, ২৬ মারচ—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৯০ পয়সা এবং ১০ টাকা ৫০ পয়সা বহাল থাকবে।

দিনপঞ্জিকা

আজ প্রতিপদ

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার ১৩ চৈত্র ১৩৭৭ (৬ চৈত্র ১৮৯৩ শক), ২৭ মারচ ১৯৭১, ২৯ মহরম। প্রতিপদ রাত্রি ঘঃ ৯।৯ মিঃ পর্যন্ত। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ৮।১২ মিঃ পর্যন্ত পরে রেবতীনক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।১৮ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩৮।২৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৬।১১ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। নন্দাস্নান। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১৩ চৈত্র ১৩৭৭ (৬ চৈত্র ১৮৯৩ শক), ২৭ মারচ, ১৯৭১, ২৯ মহরম। প্রতিপদ রাত্রি ঘঃ ১০।৪১।২৭ সেঃ পর্যন্ত। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘঃ ৮।৪৭।৩৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।৩৯।৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৫।৪৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রাদিদোষ তিথ্যমৃতযোগমাত্র। নন্দাস্নান। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
শনিবার	১০-৩৯	১০-৫৭	৩-৫	৩-০

'ব্যালট বাক্‌স-এর সঙ্গে প্রাপ্ত শিলমোহর এবারের নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়েছে'

স্টাফ রিপোরটার

বর্ধমান জেলার মেমারি থানার হাটগোবিন্দপুরে দুটি ব্যালট বাক্স ছাড়াও সাতটি নির্বাচন সংক্রান্ত শিলমোহর পাওয়া গিয়েছে। এই শিলমোহর এবারকার নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্ধমান জেলা নব কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য রাজ্যের নির্বাচন দফতরে এই খবর দিয়েছেন। ডেপুটি চীফ ইলেকটোরাল অফিসার শ্রী এম কে রায় সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়ে বলেন, সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্পর্কে রিপোরট চেয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, যে শিলমোহর পাওয়া গিয়েছে তা এবারকার নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজ্যসভায় বোনাস আইন সংশোধনের প্রস্তাব নাকচ

নয়াদিল্লি, ২৬ মারচ—বোনাসের পরিমাণ বৃদ্ধিকল্পে বোনাস আইন সংশোধনের জন্য ফরওয়ারড ব্লকের শ্রীচিত্ত বসু যে বিল আনেন তা সিলেকট কমিটিতে পাঠানোর জন্য প্রস্তাব করা হলে রাজ্যসভা নাকচ করে দেন। প্রস্তাবটি ৪৬—১৩-ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। —পি টি আই

হিংস্রতার ক্ষমা নেই

হিংস্রতা বর্জন করুন

ফ্যান্টা অরেঞ্জ

ফ্যান্টা অরেঞ্জ, আহ্, কী ভালো!...দেখলেই যেন তেষ্টা পায়!

"ফ্যাণ্টা"—কোকা-কোলা কোম্পানির তৈরি

বোতলজাত করার অনুমোদনপ্রাপ্ত: পিওর ড্রিংকস্ (ক্যালকাটা) প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে রামকৃষ্ণ বোস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার